প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ◆ ১০ - ১৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্যসপ্তাহ সংখ্যা

যাজক তুমি মহান আছো সবার অন্তরে

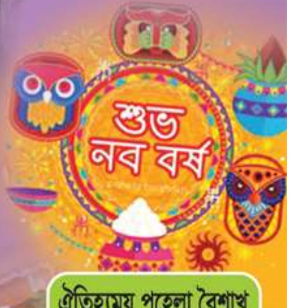

ঐতিহ্যময় পহেলা বৈশাখ

মহাড়ম্বরে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

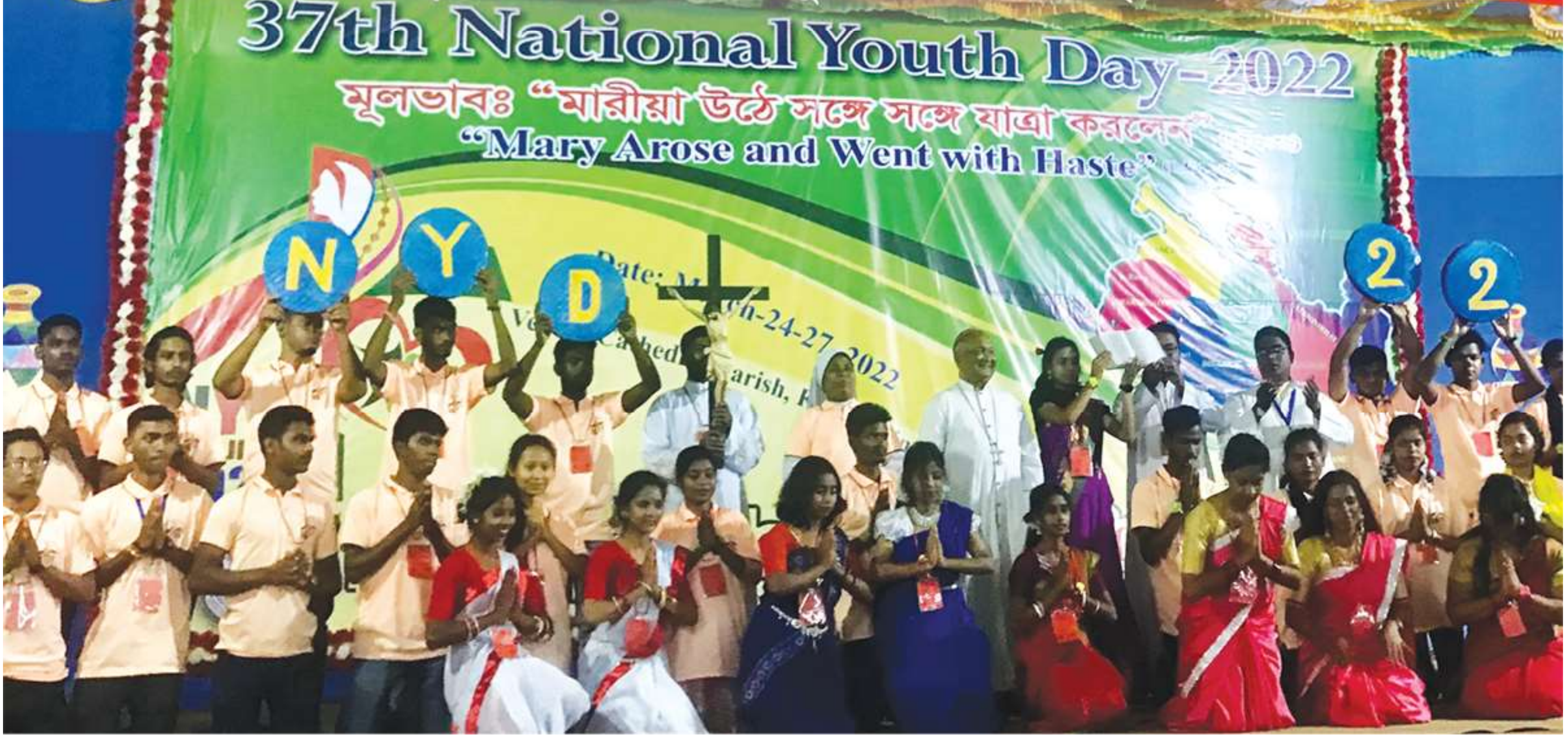

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আগামী ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন। ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড

- ৪২ টি পাকা টয়লেট নির্মাণাধীন, যা এবারের পর্বে ব্যবহার করা যাবে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরন সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের ভিতর নতুন করে আস্তর করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

❖ অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ❖ প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও ঔষুধ সঙ্গে রাখবেন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ	পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৪ - ১২ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ	১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
সকাল ৬:৩০ মিনিট	১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭টা
বিকাল ৪টা	২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা ➾ ফাদার জয়ন্ত এস. গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৮৭/২০২২

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদের ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

প্রার্থনা করি দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে	:	সিস্টার মেরী আরতি, এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ	:	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই	:	নিতা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিভাস রোজারিও
পুতি-পুতিন	:	শুভ্র, জেনিফার, মাথিল্ডা, সাইনী, এভারলি ও শুভন

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৯১/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৪
১০ - ১৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৭ চৈত্র - ৩ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

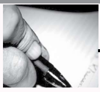

সম্পাদকীয়

কৃষ্টি-সংস্কৃতিপ্রিয় যুবসমাজ গড়ে ওঠুক পুণ্যতায়

২৪-২৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল গির্জার চত্বরে মহাড়ম্বরে পালিত হয়েছে খ্রিস্টান যুবাদের জাতীয় যুব দিবস। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ৪৫০জন যুবক-যুবতী এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের সাথে উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ। স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে সকলকে বরণ করে নেবার সাথে সাথে সকলেই স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। যুব দিবসে সবচেয়ে প্রাণোচ্ছাসের প্রকাশ ঘটে আকর্ষণীয় যুবর‌্যালীর মধ্যদিয়ে। যেখানে যুবারা আপন আপন কৃষ্টি-সংস্কৃতির পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং নিজ নিজ ভাষাতে শ্লোগান দিতে দিতে মুখরিত করে চর্তুদিক। ভৌগলিক দূরত্ব ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এক হতে পেরেছে বিশ্বাসের কারণে এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসার টানে। নিজ ধর্মবিশ্বাস জানা, পালন ও অনুশীলন এবং নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি অটুট ভালবাসা রেখে এগিয়ে চললে যুবরা নিজেরা যেমন আনন্দিত ও তৃপ্ত হতে পারবে তেমনি সমাজকেও আলোকিত ও পূর্ণ করতে পারবে। ঈশ্বরের দয়াগুলো আবিষ্কার করাই হ'লো নিজ জীবনে ঈশ্বরের মহাকাজগুলো সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। ঈশ্বরের দয়াসমূহ যখন আমাদের জীবনে মহাকাজ হয়ে ওঠে তখন আমাদের দয়ার কাজগুলোও অন্যদের জীবনে মহাকাজ হয়ে ওঠে। মা মারীয়াকে যুবদের আদর্শরূপে উপস্থাপন করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, যুবারা মারীয়ার মত নিজ সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হবে কিন্তু ঈশ্বরের দয়াতে আত্মবিশ্বাসী হবে। যুবারাও তাদের সীমাবদ্ধতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে ঈশ্বর নির্ভরশীল হবে এবং ভালকাজে তাৎক্ষণিক নেমে পড়বে।

এ বছর বাংলা নববর্ষ ও পুণ্যসপ্তাহ একই সময়ের মধ্যে। নববর্ষ সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনার দিন। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা-ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি আমরা। পহেলা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসবে আমরাও একে অন্যকে বলি : শুভ নববর্ষ। বর্তমানে বাংলা নববর্ষ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের অসাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হৃদয়স্পর্শী উৎসব বাংলা নববর্ষ। পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের উচ্ছাস শুরু হয়। তা চলমান থাকুক সারা বছর ধরে। বিগত জীবনের দীনতা, হীনতা ও জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে উদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানায় বৈশাখ। দুঃখ-কষ্ট, বেদনাকে মুছে ফেলে নতুন করে বাঁচার নির্দেশনা দেয়। বৃক্ষের পাতা ঝড়ে পড়ার পরে সেখানে নতুন পাতার আগমন যেমন বৃক্ষকে সাজিয়ে তোলে, তেমনি বৈশাখ নতুন করে সাজায়। ১৪২৯ বঙ্গাব্দ প্রত্যেক বাঙালির জীবনে সজীবতা বয়ে আনুক, এটাই প্রার্থনা। ব্যক্তি মানুষের এককেন্দ্রিকতা ছেড়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আনন্দ বার্তা ও অসম্পূর্ণতাকে ধুয়ে-মুছে ফেলে পূর্ণতার ডালি বয়ে আনুক বৈশাখ।

বৈশাখ যেমনিভাবে প্রকৃতিতে নবীনতা নিয়ে আসে তেমনিভাবে পুণ্যসপ্তাহও আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে নবীনতা ও পূর্ণতা আনয়নের আহ্বান রাখে। ১০ এপ্রিল তালপত্র রবিবারের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি পুণ্য সপ্তাহে। আর এই পুণ্য সপ্তাহের সর্বোচ্চ সীমা পর্যায় হল নিস্তার দিবস ত্রয় (পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার, পুণ্য শনিবার)। এই চরম পর্যায়ে আমরা আরো একটু গভীরভাবে যিশুর যন্ত্রণাভোগ, মৃত্যু, পুনরুত্থান মহিমা লাভ ধ্যান করি। বিশেষভাবে স্মরণে আনতে চেষ্ট করি, জেরুসালেমের পথ ধরে কালভেরী পর্বত পর্যন্ত যিশুর ক্রুশ বহনের কথা; স্মরণ করি যে আমাদেরই পাপের কারণে তিনি অন্যায়ভাবে দণ্ডিত, প্রহারিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, শেষে ক্রুশের উপর যন্ত্রণাময় মৃত্যুও বরণ করেছেন; অবশেষে ক্রুশীয় মৃত্যু জয় করে গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। যিশু সবাইকে আহ্বান করছেন পরস্পরকে ভালবাসতে ও নম্র হতে। তাই তো পুণ্য বৃহস্পতিবারে প্রবেশ করলে দেখতে পাই যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে একটি বিরল আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন। পুণ্য শুক্রবারে, ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করার মধ্যদিয়ে আমাদের নব জীবন দান করেছেন ও সারা জগতকে পুনঃমিলিত করেছেন। আর পুণ্য শনিবার হল, এই তো সেই দিন, ভগবানের বিরচিত সেই দিন, এই দিনে এসো আনন্দ করি, এসো উল্লাস করি *(সাম ১১৮:২৪)*। এই দিনের প্রকৃত আহ্বান পাপের দাসত্বের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে পদার্পণ করা। যাতে সবাই তাঁর সাথে মিলিত হতে পারে।

প্রকৃতির ও মণ্ডলীর এ নবযাত্রায় আমরা সকল পাপ-তাপ, ব্যথা-বেদনা ও গ্লানি মুছে ফেলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। কেননা সৃষ্টিকর্তা তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছেন। তাই আমাদের উচিৎ হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও পরস্পর কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করা। এছাড়াও এই নব যাত্রায় আমাদের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে অঙ্গীকার হোক জরা-জীর্ণতা, দীনতা ও নীচতাকে পদ পিষ্ট করে সুন্দরের পথে অবিরাম হাঁটা ও পুণ্যতার জন্য সম্ভবপর সবকিছু করা॥ †

"কেননা আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না এই ভোজ ঈশ্বরের রাজ্যে পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন আমি এই ভোজে আর বসব না। - **লুক ৫০:১৬**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
বাঁধন গমেজ, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

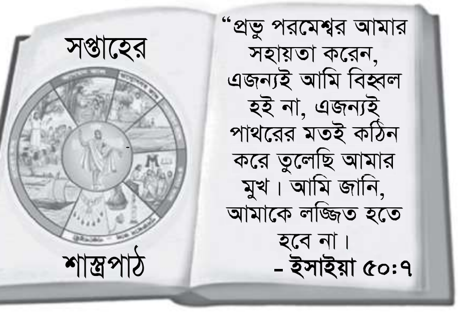

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১০ - ১৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পুণ্য সপ্তাহ

১০ এপ্রিল, তালপত্র (যাতনাভোগ) রবিবার

তালপত্র আশীর্বাদ ও শোভাযাত্রার পূর্বে : লুক ১৯: ২৮-৪০
শোভাযাত্রা-খ্রিস্টযাগ, বিশ্বাসমন্ত্র, তালপত্র রবিবারের ধন্যবাদ-বন্দনা
ইসা ৫০: ৪-৭, সাম ২২: ৮-৯, ১৭-২০, ২৩-২৪, ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১, লুক ২২: ১৪--২৩: ৫৬ (সংক্ষিপ্ত ২৩: ১-৪৯)

১১ এপ্রিল, সোমবার পুণ্য সপ্তাহ

যাতনাভোগের বন্দনা-২
ইসা ৪২: ১-৭, সাম ২৭: ১-৩, ১৩-১৪, যোহন ১২: ১-১১

১২ মঙ্গলবার পুণ্য সপ্তাহ

ইসা ৪৯: ১-৬, সাম ৭১: ১-৬, ১৫কখ, ১৭, যোহন ১৩: ২১-৩৩, ৩৬-৩৮

১৩ এপ্রিল, বুধবার

ইসা ৫০: ৪-৯ক, সাম ৬৯: ৭-৯, ২০-২১, ৩০, ৩২-৩৩, মথি ২৬: ১৪-২৫

১৪, বৃহস্পতিবার পুণ্য বৃহস্পতিবার

সকালের খ্রিস্টযাগ, অভ্যঞ্জন খ্রিস্টযাগ-তেল আর্শীবাদ: মহিমাস্তোত্র, দিনের উপযুক্ত ধন্যবাদ-বন্দনা।
ইসা ৬১: ১-৩, ৬, ৮-৯, সাম ৮৯: ২১-২২, ২৫, ২৭, প্রত্যাদেশ ১: ৫-৮, লুক 8: ১৬-২১
পহেলা বৈশাখ - বাংলা নববর্ষ (১৪২৯ বঙ্গাব্দ)
কেবল বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের জন্য পাঠ:
ইসা ৫৭: ১৫-১৯ (কিংবা ফিলিপ্পীয় ৪: ৬-৯), সাম ৮৫: ৮-১৩, মথি ৬: ২৫-২৭, ৩১-৩৩
নিস্তার দিবসত্রয় :
প্রভু যীশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান স্মরণে

১৪ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার প্রভুর অন্তিম ভোজের পুণ্য বৃহস্পতিবার

সান্ধ্য খ্রীষ্টযাগ: মহিমাস্তোত্র, অন্তিম ভোজের স্মরণে ধন্যবাদ-বন্দনা, যথাযথ প্রার্থনাংশ সহ খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা-১
যাত্রা ১২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫-১৮, ১ করি ১১: ২৩-২৬, যোহন ১৩: ১-১৫

১৫ এপ্রিল, শুক্রবার প্রভুর যাতনাভোগের পুণ্য শুক্রবার

উপবাস পালন ও মাছ-মাংসাহার ত্যাগ
আজকের উপাসনার ৩টি অংশ:
১) বাণী উপাসনা, ২) পবিত্র ক্রুশের আরাধনা, ৩) খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ
ইসা ৫২: ১৩--৫৩: ১২, সাম ৩১: ২, ৬, ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৭, ২৫, হিব্রু ৪: ১৪-১৬; ৫: ৭-৯, যোহন ১৮: ১--১৯: ৪২

১৬ এপ্রিল, পুণ্য শনিবার - নিস্তার জাগরণী

নিস্তার জাগরণীর চারটি অংশ: ১) আলোর অনুষ্ঠান, ২) বাণী উপাসনা, ৩) দীক্ষাস্নান (যদি প্রার্থী থাকে), ৪) যজ্ঞানুষ্ঠান
নিস্তার জাগরণীর মহাখ্রিস্টযাগ, পুনরুত্থানের ধন্যবাদ-বন্দনা, উপযুক্ত প্রার্থনাংশ সহ খ্রিস্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা-১
১. আদি ১: ১--২: ২ (সংক্ষিপ্ত ১: ১, ২৬-৩১), ২. আদি ২২: ১-১৮ (সংক্ষিপ্ত ২২: ১-২, ৯-১৮), ৩. যাত্রা ১৪: ১৫--১৫: ১, ৪. ইসা: ৫৪: ৫-১৪, ৫. ইসা: ৫৫: ১-১১, ৬. বারু: ৩: ৯-১৫, ৩২--৪: ৪, ৭. এজে: ৩৬: ১৬-২৮, ৮. রোমী: ৬: ৩-১১, ৯. লুক ২৪: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৯৩৭ বিশপ যোসেফ এ. লেগ্রান্ড সিএসসি (ঢাকা)

১২ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ১৯২২ সিস্টার এম. মার্ক আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫১ বিশপ আলফ্রেড লাপেয়ার সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৯ ফাদার জর্জ পেল্লেগ্রিন সিএসসি (ঢাকা)

১৩ এপ্রিল, বুধবার

+ ১৯৯৭ ব্রাদার জন সি. বিলানসিক সিএসসি

১৫ এপ্রিল, শুক্রবার

+ ১৯৬৩ ব্রাদার ইউজিন লেফিউভার সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী লুসি এসএমআরএ
+ ২০২১ সিস্টার মেরী আনন্দ এসএমআরএ (ঢাকা)

১৬ এপ্রিল, শনিবার

+ ১৯৯৪ সিস্টার এম. রোজ মনিকা ওয়েবার সিএসসি

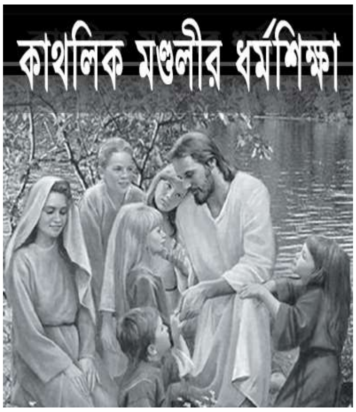

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও পিতার মহিমাস্তুতি

১৩৭২: সাধু আগস্তিন প্রশংসনীয়ভাবে এই শিক্ষাটি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন যা খ্রীষ্টপ্রসাদে অনুষ্ঠিত মুক্তিদাতার যজ্ঞনিবেদনে আরও পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে:

পুণ্যভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত এই নগরী, সিদ্ধগণের সম্মেলন ও জনসমাজ, সর্বজনীন বলিদানরূপে ঈশ্বরের নিকট অর্পিত হয় সেই মহাযাজকের দ্বারা, যিনি দাসের রূপ গ্রহণ ক'রে তাঁর যাতনাভোগের মধ্যদিয়ে আমাদের জন্য নিজেকে অর্পণ করতে এতদূর গেলেন যাতে আমাদেরকে মহান এক মস্তকের দেহরূপে গঠন করতে পারেন। এমনই খ্রীষ্টানদের বলিদান; "আমরা অনেক হলেও খ্রীষ্টে আমরা একই দেহ।" বিশ্বাসীদের নিকট অতি পরিচিত বেদীর সংস্কার খ্রীষ্টমণ্ডলী সেই বলিদানের অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখে যেখানে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী যা অর্পণ করে, তাতে সে নিজেই অর্পিত।

১৩৭৩ : "খ্রীষ্টযীশু তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ রাখছেন" তিনি তাঁর খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বিভিন্নভাবে উপস্থিত আছেন: তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে, তাঁর মণ্ডলীর প্রার্থনায়, "যেখানে দু'তিনজন আমার নামে একত্র হয়", দরিদ্র, অসুস্থ ও কারাবন্দীদের মাঝে, সংস্কারসমূহের মধ্যে যার প্রবর্তক তিনি নিজেই খ্রীষ্টযাগের বলিদানে এবং সেবাকর্মী ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু "তিনি উপস্থিত আছেন বিশেষভাবে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় উপাদানে।"

১৩৭৪: খ্রীষ্টপসাদীয় উপাদানে খ্রীষ্টের উপস্থিতির ধরন অনন্য। খ্রীষ্টের উপস্থিতি খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারকে সকল সংস্কারের উর্ধ্বে তুলেছে; সংস্কারটিকে "আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতা ও সকল সংস্কারের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য" করে তুলেছে। খ্রীষ্টপ্রসাদের পরম পবিত্রতম সংস্কারে "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত, সঙ্গে জড়িত তাঁর প্রাণ ও ঈশ্বরত্ব, এবং এভাবে সমগ্র খ্রীষ্ট, যিনি সত্যিকারভাবে, বাস্তবভাবে ও সত্তাগতভাবে উপস্থিত। এই উপস্থিতিকে বলা হয় 'বাস্তব' উপস্থিতি। এই কথার দ্বারা অন্য ধরনের উপস্থিতিকে বাতিল করা হয়নি, এই অর্থে যে, অন্য ধরনের উপস্থিতি যেন 'বাস্তব' নয়; বরং এ হচ্ছে পূর্ণতম অর্থে তাঁর উপস্থিতি: অর্থাৎ এ হচ্ছে সত্তাগত উপস্থিতি যার মাধ্যমে খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বর ও মানুষ, তিনি নিজেকে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত করেন।

যাজক দিবসে যাজকদের অভিনন্দন

প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজ দেহ ও রক্ত উৎসর্গ করে খ্রিস্টপ্রসাদ ও যাজকবরণ সংস্কার স্থাপন করেন। তাই মাতামণ্ডলী পুণ্য বৃহস্পতিবার মহা-সমারোহে উদ্‌যাপন করে থাকে "যাজক দিবস"। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে যাজকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও

তালপত্র রবিবার

১ম পাঠ : ইসা ৫০: ৪-৭,
সাম ২২: ৮-৯, ১৭-২০, ২৩-২৪
২য় পাঠ : ফিলিপ্পীয় ২: ৬-১১
মঙ্গলসমাচার: লুক ২২: ১৪--২৩: ৫৬

আজ আমরা সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করছি তালপত্র রবিবার। আজকের উপাসনার মধ্যদিয়ে আমরা পুণ্য সপ্তাহে পদার্পণ করছি। এই পুণ্য উপাসনায় আমরা যিশুখ্রিস্টের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ধ্যান করে থাকি আর তা হলো, প্রথমত- মহাগৌরবে যিশুর জেরুসালেমে প্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত- যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু। যিশু যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুদ্বারা আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারকার্য সমাধা করার লক্ষ্যে মহাগৌরবে নম্র রাজার বেশে গাধার পিঠে চড়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন।

যিশুর জেরুসালেমে প্রবেশ: যিশু একটি গাধার পিঠে চড়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। যিশু এর পূর্বেও জেরুসালেমে এসেছিলেন। কিন্তু এবারের যাত্রা অন্যবারের চেয়ে অনেক আলাদা। যিশুর এবারের জেরুসালেমের যাত্রায় তিনি রাজার সন্মান লাভ করেছেন। সাধারণ জনতা যিশুর প্রবেশ পথের উপর তাদের গায়ের চাদর, গাছের ডাল-পালা বিছিয়ে দিয়ে এবং খেজুর পাতা হাতে নিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছে। তারা তাদের অন্তরে উপলব্ধি করেছিল যে, তারা যিশুকে রাজার মত লাল গালিচা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারেনি কিন্তু হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার টানে তাৎক্ষণিক তাদের হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছে। "জয় রাজর্ষি দাউদের সন্তানের জয়' চারিদিকে জনতা উচ্চ কণ্ঠে হর্ষোল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে যিশুকে তারা বরণ করে নিয়েছে। ভিড় করা লোকদের এমনি বিশ্বাস ছিল যে, যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরপুত্র যিনি এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত তিনিই আমাদের মুক্তিদাতা ও জীবনদাতা, তাই তাদের হৃদয় থেকে এমন জয়ধ্বনি বের হয়ে এসেছে। যিশু আমাদের মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা আমাদের পাপের যাতনাভোগকারী ও আমাদের কষ্টের সহচরী তিনি আমাদের হৃদয় জেরুসালেমে প্রবেশ করতে চান আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে, আমাদের কষ্টের কালভেরীর সহযাত্রী হতে, আমাদের পতিত অবস্থা থেকে পুনরায় উত্থিত করতে। যিশু আমাদের হৃদয়ে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাই আসুন আধ্যাত্মিক এ যাত্রা পথে আমাদের পাপময় জীবনের জন্য অনুতাপ ও মন-পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে যিশুকে আমাদের রাজা বলে বরণ করে নেই।

যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু: দ্বিতীয়ত আমরা ধ্যান করছি যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুকে নিয়ে। জেরুসালেমে যাওয়ার পূর্বেই যিশু জানতেন যে, জেরুসালেম যাত্রার মানেই মৃত্যুর পথে যাত্রা। কিন্তু তিনি ছিলেন আত্মবিসর্জনের সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার শিষ্যেরাও বুঝতে পেরেছিলেন জেরুসালেমে ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাই তারাও মনে মনে শঙ্কিত ছিল। যিশুও নিশ্চয় পরম পিতা কর্তৃক নির্ধারিত চরম দুঃখ-যন্ত্রণার মুহূর্তগুলি অতিক্রম করছিলেন। তিনি এও জানতেন যে, জনতা যারা কিছুদিন পূর্বে তাকে বরণ করে নিয়েছিল, হয়ত তারাই আবার উচ্চ কণ্ঠে দাবী করবে ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও বলে। সত্যিই তাই চপ্‌টি পর্বের প্রথম দিনেই শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজের পর রাত্রে গেৎসিমানী বাগানে যাজক ও জাতির প্রবীণদের পাঠানো লোকদের দ্বারা গ্রেপ্তার হন, তাকে মহাযাজকের সামনে নেওয়া হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার মতো কোন অভিযোগ না পেয়ে পিলাতের দরবারে হাজির করা হয়। সেখানেও কোন অভিযোগের প্রমাণ না হওয়াতে ইহুদী ধর্মনেতাদের ইর্ষার জয় হয় তাদের প্ররোচনায় জনতা চিৎকার করে পিলাতের কাছে দাবী জানায় "ওকে ক্রুশে দাও"। আমাদের জীবনেও হয়ত কত সময় সেই একই বাক্য উচ্চারণ করেছি, "ওকে ক্রুশে দাও"। যেখানে আমাদের স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই আমরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যের অমঙ্গল কামনা করে থাকি। আমরাও অন্যকে বলে থাকি, "ওকে ক্রুশে দাও"। জনতার অনেকেইতো জেরুসালেমের প্রবেশদ্বারে জয়ধ্বনি করছিল, পরে তারাই পিলাতের দরবারে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিল "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে শেষ করে ফেল"। আমরা ও সেই জনতার মতো বহুরূপীতে পরিণত হই। বুঝে, না বুঝে আমরাও জনতার পক্ষ নিয়ে সত্য সমন্ধে অবগত হয়েও মিথ্যার স্বপক্ষেই গলা ফাটাই।

আজকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ আমাদের সামনে তুলে ধরে এই কথা যে, যিশুকে যন্ত্রণা ও অপমানের মধ্য দিয়েই মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে হবে। তিনি ঈশ্বর হয়েও সকল যন্ত্রণা ও অপমান, লাঞ্ছনা মাথা পেতে গ্রহণ করবেন। আমরা যদি যিশুর পুনরুত্থানের মহিমায় উত্তীর্ণ হতে চাই, তাহলে আমাদেরও যিশুর সেই কালভেরীর পথ দিয়েই যেতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচার পাঠে আমরা যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর কাহিনী শুনতে পাই। এই কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা নিজেরা স্মরণ করি, যিশু এসব করেছিলেন আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার জন্যেই। তাঁর এই অসীম ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে আমরা আজ কী করতে পারি? আজ আমরা নীরবে তাঁর করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে মাথা নত করে আমাদের কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। যিশুর কাছে ক্ষমা চাই এবং পাপের পথ পরিত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করি।

আজকের এই দিনে মণ্ডলী আমাদেরকে যেমন যিশুখ্রিস্টের জীবনের দু'টি দিক নিয়ে ধ্যান করতে আহ্বান করেন তেমনি আমরাও সেই দু'টি দিকের সাথে আমাদের জীবন সম্পৃক্ত করতে পারি। প্রথমত, আসুন আমরা আমাদের হৃদয় জেরুসালেমে যিশুকে প্রবেশের সুযোগ করে দেই। তাঁকে আমাদের হৃদয় রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ হলো খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন যাপন করা। বিশেষ করে এই প্রায়শ্চিত্তকালের শেষ মুহূর্তে আমাদের ব্যক্তিগত পাপময়তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাদের অবশ্যই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে হবে "দাউদ সন্তান যিশু আমাকে দয়া করুন"। দ্বিতীয়ত: আসুন আমরাও উচ্চ কণ্ঠে বলি "ওকে ক্রুশে দাও" কিন্তু কাকে? যিশুকে? যারা আমার শত্রু, আমার স্বার্থে আঘাত করে, আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাদেরকে? না, অবশ্যই নয়। আসুন আমরা আমাদের অন্তরের শত্রুকে, অধর্মকে, অসাধুতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে চিৎকার করে বলি, "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও"। আমাদের অন্তর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে যাতে, আমরা যে আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেছি, সেই যাত্রায় আমাদের পাপময়তাকে ক্রুশে মৃত্যু ঘটিয়ে পুনরুত্থান রবিবারে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠতে পারি "খ্রিস্ট সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন- আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া"॥ ৯

যাজক তুমি মহান, আছো সবার অন্তরে

রবার্ট জেত্রা

আমাদের মাতামণ্ডলীতে উপাসনা বর্ষের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো নিস্তার দিবস। আর এই নিস্তার দিবসত্রয়ের মধ্যে প্রথম দিবসটি বা হচ্ছে পুণ্য বৃহস্পতিবার। এই দিনটিকে বলা হয় যাজক দিবস বা যাজকদের পর্ব দিন। এই দিনে খ্রিস্টভক্তগণ মাতা মণ্ডলীতে সকল যাজকদের মর্যাদার সাথে স্মরণ করে, শ্রদ্ধাভরে তাঁদের জন্য প্রার্থনা করেন এবং পর্ব দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকে। যিশু ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার পূর্বে শেষবারের মতো সান্ধ্যভোজে অংশগ্রহণ করেন এবং এই সান্ধ্যভোজেই তিনি প্রেরিতশিষ্যদের উপস্থিতিতে খ্রিস্টযাগ এবং যাজকত্ব বা যাজকবরণ সংস্কার প্রবর্তন বা প্রতিষ্ঠা করেন। তাই দিনটি খ্রিস্টমণ্ডলী যথাযথ গুরুত্বের সাথেই পালন করে আসছে। এই মহাসান্ধ্যভোজেই যিশু পুরাতন উৎসর্গ রীতি বাতিল করে নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে চিরকালীন মহাযাজক হয়ে উঠলেন। জগতে তাঁর মুক্তির কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই তিনি এই সংস্কার প্রবর্তন করে গেছেন। আর সেইদিন থেকেই বর্তমান যাজকগণ জগতের মুক্তির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। স্রষ্টার সৃষ্টি হিসেবে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী রয়েছি। আমরা যে ধর্মের অনুসারী হই না কেন, প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই স্রষ্টা 'সৃষ্টিকর্তা' হিসেবে বিরাজমান। সৃষ্টিকর্তাকে জানতে, বুঝতে, তাঁকে উপলব্ধি করতে এবং তাঁর প্রশংসা করতে যাজকগণ আমাদের সহায়তা করে থাকেন। ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা বা সংযোগকারী হিসেবে যাজকগণ আমাদের সহায়তা করেন। প্রতিটি ধর্মের কাছেই যাজকগণ সংযোগকারী, নিবেদনকারী এবং পূজারী হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ যাজকদের প্রধান পরিচয় হলো- তিনি একজন পূজারী। তিনি সকল ভক্তের হয়ে বা ভক্তের অগ্রভাগে থেকে স্রষ্টার নিকট পূজা অর্ঘ্য উৎসর্গ বা নিবেদন করেন। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন এবং নতুন নিয়মে আমরা যাজকদের কার্যকলাপ বিষয়ে জানতে পারি।

পুরাতন নিয়মে যাজকত্ব: পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে যাজকত্বের ধারণা ছিল ক্রমবিকাশ। পুরাতন নিয়মের *(আদি ৪:৩-৫)* পদে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কাইন এবং আবেল পরমেশ্বরের কাছে অর্ঘ্য বা বলি উৎসর্গ করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, সর্বপ্রথমে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিগতভাবে নিজের উৎসর্গ নিজেই করতেন। সেই সময়ে নির্দিষ্টভাবে নিয়োগকৃত কোনো পুরোহিত বা যাজক ছিল না। পরবর্তীতে আবার আব্রাহাম, ইসাহাক, যাকোব এবং যোব তাঁরা পরিবারের কর্তা বা প্রধান হিসেবে অর্ঘ্য বা বলি উৎসর্গ করতেন (আদি ১২:৭, ১৩:৪, ৩১:৫৪, এবং যোব ১:৫)।

যাত্রাপুস্তকে ২৮:৪১ পদে মোশী কর্তৃক ঈশ্বর লেবী বংশ থেকে আরোনের পরিবারকে বিধান অনুসারে উৎসর্গ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য মনোনীত করে বলেন- "তোমার ভাই আরোন ও তার সন্তানদের দেহে সেই সমস্ত পড়াবে এবং তাদের অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করবে, যেন তারা আমার উদ্দেশে যাজকত্ব অনুশীলন করে।" সেই সময় যাজকদের প্রধান কাজ ছিল উৎসর্গ অনুশীলন করা, তারা ছাড়া বেদীতে আর কেউ যেতে পারতো না। পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে তারা শুভ্র পোশাক পরিধান করতেন। লেবীয় গ্রন্থের ১,২,৩,৪,৫,৯,১২ ও ২১ অধ্যায় গুলোতে যথাক্রমে অর্ঘ্য বা আহূতি, শস্য-নৈবেদ্য, শিলন-যজ্ঞ, পাপের জন্য বলিদান, শূচীকরণ এবং যাজকদের পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ যাজকগণ ভক্তজনগণের অর্ঘ্য, শস্য বা নৈবেদ্য উপহার, তাদের পাপের জন্য বলিদান স্বরূপ পশু-পাখি উৎসর্গ করতেন এবং শুচিকরণের কাজগুলো করতেন ।

এই সমস্ত কাজ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্মের পূজারী বা যাজকগণই সম্পাদন করে থাকেন। তাই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা যাজকদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন এবং তাঁদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকেন। অর্থাৎ ভক্তজনগণ যাজকদের স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বাস করে থাকেন।

নতুন নিয়মে যাজকত্ব: স্বয়ং খ্রিস্ট নিজেকে আমাদের সকলের পাপের বলিরূপে নিবেদন করে ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে চিরকালীন মহাযাজকরূপে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তিনি মেলখিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন যাজক । হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্রের ৭:২৪ পদে বলা হয়েছে "খ্রিস্ট যেহেতু চিরজীবী, তাঁর যাজকত্বও চিরস্থায়ী"।

হিব্রু ৭:২৫ পদে আবার বলা হয়েছে যারা পরমেশ্বরের কাছে যায়, চিরকালের মতোই তিনি তাদের পরিত্রাণ করার ক্ষমতা রাখেন। কারণ তিনি তো নিত্যই রয়েছেন ।

তিনি সকলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। খ্রিস্ট স্বয়ং তাঁর মহাযাজকত্বের দায়িত্বভার প্রেরিত শিষ্যদের অর্পণ করেছেন । তিনি তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও অনুগ্রহ দান করেছেন। তাঁদের দিয়েছেন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার ক্ষমতা।

আমাদের মাতামণ্ডলীতে বর্তমান যাজকগণ অভিষেকের ফলে প্রেরিত শিষ্যদেরই অধিকার লাভ করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক যাজকগণ মহাযাজক খ্রিস্টের যাজকত্বের অংশীদার হন এবং অভিষেকের ফলে যাজকগণ সংস্কারীয় সেবাদায়িত্ব লাভ করেন ।

যোহন লিখিত মঙ্গলসমাচারের ১৩:১৫ পদে বলা আছে "আমি তোমাদের জন্য যেমনটি করলাম, আমি চাই তোমরাও ঠিক তাই কর।"

অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে প্রভু বোঝাতে চেয়েছেন যে, যিশু যেমন ভালবেসেছেন, তেমনি তার শিষ্যদেরকেও করতে হবে। মণ্ডলীর যাজকগণ হলেন কৌমার্য ব্রত গ্রহণকারী, সংসার ত্যাগী। তাছাড়া প্রতিটি ধর্মের মানুষই যাজকদের স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং পবিত্রজন হিসেবে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজেও তেমনি যাজকদের মর্যাদা দেওয়া হয়। সাধু টমাস আকুইনাস বলেছেন, "একমাত্র খ্রিস্টই পকৃত যাজক, অন্যেরা তাঁর সেবাকর্মী।" তাই তো মণ্ডলীতে যাজকগণ খ্রিস্টের সেবাকর্মী হয়েই জগতে মুক্তির কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছেন, মণ্ডলীর অন্যান্য অর্পিত সেবাদায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। মহাযাজক খ্রিস্ট যাজকত্ব প্রতিষ্ঠা করে যে দায়িত্বভার ন্যস্ত করে গেছেন তা মণ্ডলীর যাজকগণ তাঁর আদর্শের আলোকেই পালন করে যাচ্ছেন এবং মণ্ডলীর ভক্তজনগণকে মুক্তির বা পরিত্রাণের উৎসধারার দিকে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। খ্রিস্টের পুনরাগমন পর্যন্ত তা করে যাবেন। তাই আমরা খ্রিস্টভক্তগণ পুণ্য বৃহস্পতিবারে শ্রদ্ধাভরে মণ্ডলীতে তাঁদের যাজকদের স্মরণ করি, তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানাই তাদের এই পর্বদিনে। খ্রিস্ট যেমন মহান তেমনি অভিষেকের গুণে তাঁরাও মহান। তাই তাঁরা সব সময় ভক্তজনগণের অন্তরে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। পবিত্র জুবিলী বাইবেল

২। পূণ্য বৃহস্পতিবার যাজক বরণ ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কর প্রতিষ্ঠা (ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও) সাপ্তাহিক প্রতিবেশি সংখ্যা : ১১-২০১৬॥ ৯

পুণ্য শুক্রবার

ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা

প্রথম পাঠ : ইসাইয়া ৫২: ১৩-৫৩: ১২ পদ
২য় পাঠ : হিব্রু ৪: ১৪-১৬; ৫:৭-৯ পদ
মঙ্গল সমাচার : যোহন ১৮:১-১৯:৪২ পদ

পুণ্য শুক্রবার প্রভু যিশুর আত্ম বলিদানের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। যে দিনের সাথে অন্য কোন দিনের তুলনা চলেনা। মানব মুক্তির জন্য প্রভু যিশু নিজে ক্রুশের উপর বলিকৃত হয়েছেন। আসুন সেই ক্রুশের তলায় নিজেকে একটু রাখি যেমনি করে তাঁর প্রিয় শিষ্য যোহন রাখতে পেরেছিল। গালাতীয় পত্রে যেমনি করে বলা আছে- "ঈশ্বর করুন, আমি নিজে যেন আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়েই কখনো গর্ব না করি! ক্রুশের জন্যই তো এই সংসারটা আমার কাছে এখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে আর আমিও তেমনি এই সংসারের কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছি।" উত্তম মেষপালক নিজের মেষদের জন্য নিজের প্রাণ বির্সজন দিয়েছেন। তাই এই দিনটি মুক্তির জন্য শ্রেষ্ঠ ভালবাসার দিন। তাই আসুন আমাদের হৃদয় মন যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাই।

যিশুর মৃত্যু কোন দুর্ঘটনা নয়: যিশু ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন এটা দুর্ঘটনা নয়। মানবের পরিত্রাণের জন্য তিনি ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করতে এ পৃথিবীতে এসেছেন। এ কথা সত্য যে তার মৃত্যুর জন্য অনেকে দায়ী, দায়ী ফরিসিরা, প্রধান যাজকেরা, সাদুকীরা এবং রোমান শাসক। তারা তাদের দুর্বলতার, ব্যর্থতায় যিশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করে অজান্তেই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে ফেলেছে। ক্রুশের উপর আমরা যিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখি যে দেহ থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে। শেষ ভোজে যিশুতো এই কথাইতো বলেছিলেন- এ আমার দেহ... এ আমার রক্ত- মহাসন্ধির সেই রক্ত... । তিনি আমাদের ভালবাসলেন এবং আমাদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

বহু বছর পূর্বে প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছিলেন "ভগবান নিজেই তো চেয়েছিলেন, তাঁর সেবক দলিত হবেন, দুঃখই পাবেন; আত্মবলিদান করে তিনি যদি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে নিজের বংশধরদের দেখতে পাবেন তিনি, দীর্ঘজীবীও হবেন তিনি; আর তারই মধ্যদিয়ে ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" তাই পিতার ইচ্ছা পালনই যেন যিশুর এই পৃথিবীতে আসার কারণ। মানবজাতি অবাধ্য হয়ে পাপ করেছে কিন্তু যিশু অনন্ত মুক্তির পথে, পবিত্রতার পথে নিয়ে যেতে পিতার ইচ্ছাকে মেনেনিয়েছেন।

সাধু যোহন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন যাতে বিশ্বাসী সকলে পরিত্রাণ পেতে পারে। আর এই পরিত্রাণকে বাস্তবায়িত করতে তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।

খ্রিস্টের মৃত্যু একটি আত্মত্যাগ: দীক্ষাগুরু যোহন একদিন যিশুকে মানবজাতির কাছে পরিচয় করিয়ে দেন- 'ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক- জগতের পাপ যিনি হরণ করেন।' আর এই ভাবেই তিনি ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ হরণ করেন, কারণ মেষশাবকের মত তিনি নিজেকে বলিকৃত করেছেন। আমাদের পাপের কারণে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। যিশু এমন একজন ঐশরিক মধ্যস্থতাকারী যিনি সারা পৃথিবীর মানুষের পাপের ক্ষমা আনতে ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করেছেন। কালভারী পর্বতে যিশুর রক্তক্ষরণ গোটা মানব জাতীর পাপ ধৌত করেছে। ক্রুশযজ্ঞ বেদিতে তিনি আমাদের যুক্ত করেছেন যেন আমরা তাঁর পরিত্রাণের স্বাদ গ্রহণ করি। যিশু তাঁর জীবনকালে মানুষের জন্য কত কিছু করেছেন, আর আমরা তার প্রতিদান কিভাবে দিয়েছি?

১। যিশু ক্রুশের উপর তার ভালবাসার হৃদয় দেখিয়েছেন যেন আমরা তাঁর ভালবাসার হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করি কিন্তু আমরা তার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছি।
২। তিনি সদা আমাদের সত্য পথে চালিয়েছেন কিন্তু আমরা পাপের পথে গিয়েছি
৩। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছেন আর আমরা তাঁকে থুতু দিয়েছি
৪। তিনি আমাদের সুস্থ করেছেন আর আমরা তাঁকে আঘাত করেছি
৫। তিনি আমাদের ভালবেসেছেন আর আমরা তাঁকে ঘৃণা করেছি
৬। তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন আর আমরা তাঁকে শাস্তি দিয়েছি
৭। তিনি আমাদের জীবন দিয়েছেন আর আমরা তাঁকে মেরে ফেলেছি

আসলে এই সমস্ত মানুষ কে? আমরা নইকি? আজও যিশু আমাদের কারণে অপমানিত হন, দুঃখ পান, কষ্টপান। আমাদের করণীয় কি? একটু চিন্তা করা যায়, সেই সময় পুণ্য শুক্রবারে যদি আমি যেরুসালেমে থাকতাম? আমি যিশুর সাথে কি আচরণ করতাম?

- আমি কি যুদাসের মত অন্যায়ভাবে অর্থ পাবার জন্য পথ খুঁজে বের করতাম?
- ক্ষমতা ও সন্মান পাবার আশায় আমি কি ইহুদী নেতাদের মত হতাম?
- সিরেনবাসী সিমনের মত আমি কি যিশুর ক্রুশ বহন করতাম?
- ভেরোনিকার মত আমি কি যিশুর মুখ মুছে দিতাম?
- পিতরের মত আমি কি আমার খ্রিস্টীয় পরিচয় অন্যের কাছে তুলে ধরতে লজ্জা পেতাম?
- মা মারীয়ার মত আমরা কি যিশুকে ক্রুশের তলায় অনুসরণ করি ও দুঃখ সহভাগিতা করি?
- পিলাতের মত আমি কি উদাসীন থাকতাম?
- আমি কি জনতার মত বলতাম ওকে ক্রুশে দাও, ওকে শেষ করে ফেল?

পুণ্য শুক্রবার যিশুর দুঃখ দেখে যিশুর জন্য চোখের জল ফেলা নয়, কান্না নয়, ভাল চোরের মত আমাদের ব্যক্তিগত পাপের জন্য চোখের জল ফেলা ও যিশুর দয়া কামনা করা। আমরা যেন একদিন শুনতে পাই সেই বাণী 'তুমি আমার সঙ্গে আজিই স্বর্গে যাবে।' যে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রত্যাশায় খ্রিস্টপ্রভু জীবন দিয়েছিলেন সেই ক্রুশ আমাদের গৌরব দান করুক। ক্রুশের উপর যিশুর আত্মত্যাগ আমাদের ধন্য করুন। মনের গভীরে, আত্মার উপলব্দিতে সেই গানটি গেয়ে উঠি-

যিশু পাপীদের তরে ক্রুশের উপরে
সহিলেন কতই যাতনা॥

১। কন্টক-মুকুট শিরে, বক্ষে রুধির ঝরে
ঝর ঝর ঐ দেখ না
পাপীদের তরে ঐ দেখ না।
সহিলেন কতই যাতনা।।

২। মানবের তরে যিশু ক্রুশোপরে
পিতৃ সকাশে চাহিছেন ক্ষমা
পিতৃ সকাশে চাহিছেন ক্ষমা ।
সহিলেন কতই যাতনা।।

৩। এসো সবে মিলে তাঁরি ক্রুশ তলে
ভুল নাহি, তিনি করিবেন ক্ষমা
ভুল নাহি, তিনি করিবেন ক্ষমা
সহিলেন কতই যাতনা।।

দুই আদমের সাক্ষাৎ
‘ডিভাইন অফিস’ থেকে পুণ্য শনিবারের অনুধ্যান

আজ কি ঘটছে? সারা পৃথিবীর বুকে আজ নেমে এসেছে নীরবতা! গভীর এক নীরবতা ও নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, কেননা আজ যে মহান রাজা ঘুমুচ্ছেন! তাঁর মৃত্যুতে সারা পৃথিবী হয়েছিল ভীষণ ভয়ে দিশেহারা ও নিথর, আর এখন নেমে এসেছে এই গভীর নিস্তব্ধতা! কারণ স্বয়ং ঈশ্বর আজ মানব-দেহে ঘুমিয়ে আছেন! তিনি কি সত্যি ঘুমোচ্ছেন? না, তিনি আজ জাগিয়ে তুলছেন সেই সব মৃত মানুষদের, যারা বহু যুগ ধরে ঘুমিয়ে আছে। ঈশ্বরপুত্র মানব-দেহে মৃত্যু বরণ করলেন, আর সমস্ত পাতালপুরী হল প্রকম্পিত!

সত্যিই, আমাদের প্রথম পিতামাতা, যাঁরা হারিয়ে যাওয়া মেষেরই মতো, তিনি তাঁদের সন্ধান করতে গেলেন সেই অধলোকে। তিনি চাইলেন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, যাঁরা বসে আছেন মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার মধ্যে। তিনি পাতালে অবরোহণ করলেন, সেখানে বন্দী হয়ে পড়ে থাকা আদম ও তাঁর সঙ্গিনী হবাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে, কেননা তিনি যেমন স্বয়ং ঈশ্বর, তেমনি আবার আদমেরও পুত্র!

খ্রিস্টপ্রভু সেই পাতালে অবরোহণ করলেন তাঁর বিজয়ী অস্ত্র, সেই ক্রুশটি হাতে নিয়ে। সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম যখন দেখতে পেলেন বিজয়ী দ্বিতীয় আদম এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি তাঁর নিজের বক্ষে করাঘাত করতে করতে সেখানকার সবাইকে ডেকে বললেন : “আমার প্রভু তোমাদের সকলের সহায়!” (My Lord be with you all!) খ্রিস্ট তখন প্রত্যুত্তরে আদমকে বললেন : “এবং তোমারও সহায়!” (And with your spirit!)। সাথে সাথে আদমের হাত ধরে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন, আর বললেন : “হে ঘুমন্ত মানব, জেগে ওঠ এবার, মৃত্যুলোকের অন্ধকার থেকে উত্থিত হও তুমি, খ্রিস্টই এখন তোমাকে দান করবেন জীবনের আলো!”

“আমি তোমার ঈশ্বর, আমি তোমার জন্যই, তোমারই পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছি। আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরগণ, যারা এই কারাগারে বন্দী হয়ে আছ, তোমাদেরকে এখন অধিকার নিয়ে বলছি ও আদেশ করছি : তোমরা বেড়িয়ে এসো! যারা পড়ে আছ অন্ধকারে : তোমরা এখন গ্রহণ কর আলো, যারা ঘুমিয়ে আছ : তোমরা এবার জেগেই ওঠ!

“আমি তোমাদের আদেশ করছি : জেগে ওঠ, যত ঘুমিয়ে পড়া মানুষ। অধলোকের কারাগারে বন্দী হয়ে পড়ে থাকার জন্যে তো আমি তোমাদের সৃষ্টি করিনি! মৃত্যু থেকে এবার জেগে ওঠ তোমরা; কারণ আমিই তো মৃতদের জীবন! জেগে ওঠ হে মানব, তোমরা তো আমারই হাতের কাজ, আমারই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট যারা, তোমরা সবাই জেগেই ওঠ! জেগে ওঠ সবাই, চল এখান থেকে আমরা এখন যাই; কেননা তোমরা তো আমারই মধ্যে আছ, আর আমিও আছি তোমাদের মধ্যে, আমরা যে দুজন মিলে এক অখণ্ড সত্তা!

“তোমারই জন্যে, আমি তোমার ঈশ্বর হয়েও তোমার পুত্ররূপে জন্ম নিলাম; তোমারই জন্যে তোমার প্রভু হয়েও তোমারই স্বরূপ গ্রহণ করলাম; দাসেরই স্বরূপ গ্রহণ করলাম! তোমারই জন্যে এই যে-আমি, ঊর্ধ্বলোকেই যাঁর আবাস, সেই আমাকে নেমে আসতে হল মর্ত্যলোকে; তোমারই জন্যে হে মানব, আমি হলাম এক সহায়হীন মানুষ, তথাপি মৃতদের মধ্যে আমি মুক্ত! তোমাকে যে সেই সুন্দরতম বাগান পরিত্যাগ করতে হল–সেই তোমারই জন্য, তোমার সেই অপরাধেরই জন্য আমাকে কি না আর একটি বাগান থেকে ইহুদীদের হাতে তুলে দেওয়া হল, অবশেষে আর একটি বাগানে আমাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হল!

“হে মানব, দেখ একবার, আমার মুখমণ্ডলে ছুঁড়ে দেওয়া ঘৃণা-মাখা থুতুর দিকে, যা আমাকে গ্রহণ করতে হল তোমারই জন্যে—যেন তোমাকে আমি আবার সেই সৃষ্টিলগ্নের স্বর্গীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি। চেয়ে দেখ আমার গালের উপর চড়-থাপ্পরের দাগ গুলোর দিকে, যা আমি গ্রহণ করেছি তোমার বিকৃত হয়ে যাওয়া অবয়বটিকে যেন আমারই প্রতিমূর্তিতে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।”

“তাকিয়ে দেখ একবার কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত আমার পিঠের দিকে, যে আঘাত আর ক্ষত আমি গ্রহণ করেছি যেন তোমার পিঠের ওপর চেপে বসা যত পাপের বোঝা আমি আমারই পিঠে বহন করে দূরে ফেলে দিতে পারি। আমার হাত দুটি দেখ—যে হাত দুটি তোমারই মুক্তির জন্য ক্রুশের সাথে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল! আর তা করা হলো কারণ তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে নিষিদ্ধ গাছটির ‘ফল’-রূপ মন্দতাকে ধরবার জন্য!

“আমি ক্রুশের উপর চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লাম, আর দেখ, তোমারই জন্যে একটি বর্শা দ্বারা আমার বুকের পাশটি বিদ্ধ করা হল, কারণ তুমি স্বর্গোদ্যানে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আর তখন তোমার কুক্ষিদেশ থেকে জীবন দান করা হল তোমার সঙ্গিনী হবাকে। বর্শার আঘাতে বিদ্ধ আমার বুকের পাশটির ক্ষত দ্বারা তোমার কুক্ষিদেশের সেই ক্ষত এভাবেই সারিয়ে তুললাম আমি। ক্রুশের উপর আমার ঘুমিয়ে পড়া ছিল অধোলোকে ঘুমন্ত তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যই; আমার বুকের পাশটি বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা হল, যে-তলোয়ার তোমাকে সেই স্বর্গোদ্যান থেকে বিতাড়িত করেছিল, সেটিকে প্রতিহত করার জন্যে।

“কিন্তু এবার ওঠ, চল আমরা এখান থেকে যাই! সেই মহাশত্রু তোমাকে একদিন স্বর্গীয় বাগান থেকে এই অধোলোকে নামিয়ে এনেছিল; কিন্তু আমি এখন তোমাকে তোমার হারানো মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, তবে সেই পুরনো বাগানে আর নয়—স্বর্গীয় সিংহাসনেই! ওহে জীবনবৃক্ষ, আমি তোমাকে অস্বীকার করেছি, তুমি ছিলে মাত্র একটি প্রতীক, কিন্তু অমি তোমাতে যুক্ত হয়েছি, কেননা আমি নিজেই যে জীবন। হে আদম, যে-স্বর্গদূতগণ তোমাকে একদিন স্বর্গোদ্যান থেকে একজন দাসের মতো বিতাড়িত করেছিল, আমি কিন্তু এখন সেই স্বর্গদূতগণকেই তোমার প্রহরীরূপে নিযুক্ত করেছি, যেন স্বয়ং ঈশ্বরকে তাঁরা যেভাবে পূজা করে, ঠিক সেভাবেই তাঁরা এখন তোমারও পূজা করে।

“স্বর্গলোকের সিংহাসন এখন প্রস্তুত করা হয়েছে, সকল সেবাকারীগণ প্রস্তুত রয়েছে সেবা করার জন্যে এখন বরের জন্য বাসরঘরটিও সাজানো রয়েছে, স্বর্গীয় বিবাহ-ভোজের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। শাশ্বত গৃহ আর তার যত কক্ষগুলো বরকে বরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে; উত্তম সমস্ত কিছুর ভাণ্ডার খুলেই দেওয়া হয়েছে। স্বর্গীয় রাজ্য তো প্রস্তুত করে রাখাই আছে সর্বযুগের পূর্ব থেকে!”

মূল : ***Ancient Homily***, Divine Office, Second Reading of the Office of Readings, Holy Saturday
(প্রাচীন উপদেশ, পুণ্য শনিবারের “অফিস অফ রিডিংস”-এর দ্বিতীয় পাঠ)
ভাবানুবাদ : ফাদার ই.জে. আনজুস সিএসসি॥

পুনরুত্থান দিবস
যিশুর সাথে পুনরুত্থান

(যোহন: ২০:১-৯, লুক: ২৪: ১৩-৩৫)

ফাদার পলাশ হেনরী গমেজ এসএক্স

পুণ্য শনিবার আমাদের মণ্ডলীতে ব্ল্যাক সাটারডে বা কালো শনিবার হিসেবে পরিচিত। কালো মানে শোক, দুঃখ এবং হতাশা; কারণ যিশুর মৃত্যুতে সমগ্র মণ্ডলী গভীরভাবে শোকাহত। তবুও নতুন প্রাণের স্পন্দন, মৃতুকে জয় করার সাহস, নতুন আশার আলো, এবং গভীর আনন্দ- প্রত্যাশার অনুভূতি আমাদেরকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে, যিশু মৃত্যুবরণ করলেও তিনি আর সমাধিতে থাকবেন না। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবেন, যেমন তিনি পূর্বে তার প্রেরিত শিষ্যদের বলেছিলেন। তাই আজ আমরা গভীর আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারি যে যিশু সত্যই পুনরুত্থান করেছেন। আলেল্লুইয়া আলেল্লুইয়া আলেল্লুইয়া এই পবিত্র ও আশীর্বাদিত শব্দটি পুনরুত্থান মহা উৎসবের দিনে সারা মণ্ডলীর আকাশ বাতাস জুড়ে ধ্বনিত হয়। প্রভু যিনি একবার মৃত ছিলেন, তিনি এখন কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, মৃত্যু যাকে আর কোনদিনও স্পর্শ করতে পারবে না। আমরা প্রত্যেকে আমাদের পবিত্র দীক্ষাস্নান সংস্কার দ্বারা মণ্ডলীর বিশ্বাসের এই মহা উৎসবে তাঁরই পুনরুত্থান মহিমার অংশীদার হয়ে উঠি।

যিশু যেমন নিজের জন্য নয় বরং আমাদের সবার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তেমনি তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, কোন একক জনগোষ্ঠী বা শ্রেণির জন্য নয়, বরং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, যাতে যারা তাকে বিশ্বাস করে ও তার সাথে পাপ বা মন্দতায় মৃত্যুবরণ করে, তারাও যেন নবজন্মে পুনরুত্থিত হয়ে চিরকাল তার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে। কারণ ঈশ্বর যে আমাদের ভালোবাসেন তারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি তার প্রেমের আত্মা আমাদের দান করেন যাতে আমরাও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাপকে নির্মূল এবং মৃত্যু-ভয়কে জয় করতে পারি। এই বিশ্বাস শুধু প্রেরিত শিষ্যদের সাক্ষ্য বা শূন্য সমাধি অথবা পুনরুত্থানের পর তার বিশেষ উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না, বরং আমরা তার প্রতিটি ঐশ বাক্যের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে স্বীকার করি যে, যিশু সত্যই জীবিত আছেন।

তাই পুনরুত্থান শুধু দুই হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা, বা ইতিহাস নয়, বরং আমাদের প্রতিদিনে খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের জলজ্যান্ত বর্তমান বাস্তবতা। কারণ খ্রিস্টের মৃত্যু আমাদের পুরাতন স্বত্তাকে নতুনত্বে পরিবর্তন করতে শিক্ষা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি ধুমপান, জুয়া, মদ্যপান বা মাদকাসক্ত এবং অন্যান্য পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে সংগ্রাম করে, তিনি খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থানে নতুন জীবনে প্রবেশের দৃষ্টান্ত এবং সাক্ষ্য দেন। অথবা একজন খ্রিস্টান, যিনি নিজের অহংকার ভুলে নম্র হয়ে ক্ষমা দানের মাধ্যমে তার শত্রুর সঙ্গে পুনর্মিলিত হন, তখনই খ্রিস্টের পুনরুত্থানের পুনরাগমন ঘটে বা খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়। তাই টমাস মারটন বলেছেন খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধুমাত্র এই বিশ্বাস প্রকাশ করে না যে, খ্রিস্ট শুধু মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, বরং আমাদের এই আহ্বান করে যে, আমরা আমাদের অন্তরে বসবাসকারী জীবিত খ্রিস্টকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আনন্দ ও আশার গৌরব অনুভব করতে পারি।

আমাদের মণ্ডলীর বিশ্বাসের মহান গর্ব ও গৌরব হলো যিশুর পবিত্র ক্রুশ যা পুনরুত্থানের মাধ্যমে শুধুমাত্র আমাদের দুঃখী মুখে আনন্দ, মলিন হৃদয়ে শুচি এবং হতাশার বিরুদ্ধে নতুন আশার আলো জাগিয়ে তোলেন না, বরং এই দৃঢ় বিশ্বাস বয়ে আনে যে, এই পার্থিব দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা বা মৃতুর পরও এক মহাগৌরব আছে। আর তা হলো খ্রিস্টের সঙ্গে শাশ্বত জীবনে প্রবেশ। যিশুখ্রিস্ট আমাদের জন্য অনেক কষ্ট-যন্ত্রণা এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে আমরা চিরকাল তার সঙ্গে জীবিত থাকতে পারি।

তাই আসুন আমরা যিশুর পুনরুত্থানের সহযাত্রী হয়ে, একসঙ্গে মা-মারীয়া, সাধু পিতর ও যোহনের মতো দুঃখ ও সন্দেহের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোয় এবং মৃত্যু থেকে নব জীবনের আলোয় আলোকিত হয়ে সমস্বরে বলে উঠি-খ্রিস্ট প্রভু সত্যই পুনরুত্থান করেছেন, প্রভু যিশু সত্যই মৃত্যুকে জয় করেছেন। আলেল্লুইয়া আলেল্লুইয়া।

মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ দান করুন। শুভ পুনরুত্থান॥

পাপীর আর্তনাদ

পদ্মা সরদার

কে আছে মাগো এই নিশিতে আধার ঘরের সঙ্গী
তুমি ছাড়া যে জীবন ওমা চোখের জলে বন্ধী
একাকী দুয়ারে ঠুকি বারে বারে খুলে দাও দ্বার
বুকের খাঁচাতে জমে আছে ওমা
কষ্ট নামের পাহাড়।
দুঃখ মায়ায় ব্যাথায় জ্বরায় তুমি মা আশ্রয়
তোমায় ভুলে কখনো মা দূরে পথ হারাই
ভুলের দেশে ঘুরে ঘুরে মা আর মেলেনি কূল
তোমার বুকে বিধেছে মা আমার পাপ-ত্রিশূল।
অন্ধকারে বদ্ধ ঘরে একলা ভীষণ লাগে
শুধু তোমার মুখটি বারে বারে মনের ভেতর জাগে
বুক চাপড়ে ডাকি মাগো ক্ষমা করো একবার
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করো ফিরে এসো মা আবার।

ঐতিহ্যময় পহেলা বৈশাখ

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

‘মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা’ কবির গানের ভাষায় বৈশাখের শুরুতেই গাছে গাছে প্রাণের সমাহার। নতুন পত্রপল্লবে সজীবতায় প্রাণের বিচ্ছুরণ। বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখকে সামনে রেখেই আমাদের উৎসব। সেই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রস্তুতির কোন সীমা থাকে না। পহেলা বৈশাখ মিশে আছে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নাড়ীর বন্ধনের মত। এই মাসের নাম শুনলেই সকল সম্প্রদায়-ধর্ম-বর্ণের মানুষের প্রাণে নতুন স্পন্ধন জাগে। খুঁজে পায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। নববর্ষের আহ্বান হচ্ছে সমস্ত শক্তি ও প্রাণ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার লালন পালন করার আহ্বান। নববর্ষের নতুন সূর্যের নতুন কিরণে বাংলা মায়ের প্রকৃতিতে লাগে নবদোলা। যে দোলায় দোলায়িত হয়ে বাংলা যেমন সাজে বিভিন্ন সাজে ও রূপে। তেমনিভাবে একক সত্তা হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে আছে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশা ও ভিন্নতা। বাংলার কিছু পেশার মানুষের জীবন যাত্রা ও কাজেই প্রকাশ করে আমরা অনেক হয়েও এক জাতিসত্তা। বাতাসে পাতা নড়ে, কোকিলা গান গায়: নদীতে জোয়ার এলে মাঝি-মাল্লার সুযোগ হয়। বৈশাখের ঝাপটা হাওয়ায় নদীর বুকে জাগে ঢেউয়ের নাচন। মাঝি-মাল্লা তখন নৌকার পাল উড়িয়ে দিয়ে দাঁড় বাইতে থাকে ও হৃদয়ের বীণা তারে বেজে ওঠে ভাটিয়ালি সুর। বৈশাখের উষ্ণ হাওয়ায় ঝাঁপটা সমস্ত শোক-তাপ, গ্লানি-দূর করে দেয়। নতুন দিনের নতুন সূর্যের আলো জীবনে ছড়িয়ে দেয় সজীবতা, স্বচ্ছলতা। সমস্ত জরা-জীর্ণতা দূরীভূত হয়ে জীবনে আসে নতুন করে বাঁচার নব এক অধ্যায়। পুরাতন জঞ্জাল আবর্জনা পরিত্যাগ করে সত্য সুন্দর কল্যাণ ও শান্তির পথে এগিয়ে যাবার শপথ নেওয়ার শুভক্ষণ হল নববর্ষের প্রথম পহেলা বৈশাখ। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈশাখকে উদাত্ত আহ্বান করেছেন, হৃদয়ের সকল আকুতি দিয়ে, স্বাগত জানিয়েছেন বৈশাখকে। তাঁর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও গেয়ে উঠি, ‘এসো হে বৈশাখ ...’

হালখাতা: পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে হালখাতার প্রচলন বহুদিনের। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল ‘হালখাতা’। এটি পরোপুরি একটি অর্থনৈতিক ব্যাপার। প্রধানত ব্যবসায়ী মহলে এটি পালন করা হয়ে থাকে। এই সময় পুরানো দিনের হিসাবের খাতা বন্ধ করে নতুন খাতা খোলা হয়। সেই সাথে ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়। নববর্ষের দিন ব্যবসায়ীরা পুরানো বছরের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করেন। এ জন্য অনেকে লাল কাপড়ের মলাটে এক বিশেষ খাতা ব্যবহার করেন। যাকে বলা হয় ‘খোরো’ পাতা। এই উপলক্ষে ব্যবসায়ীগণ নতুন-পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন এবং নতুন ভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করেন। নববর্ষ বা নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথকথা। কালক্রমে এভাবেই বাংলা সনের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ হয়ে উঠছে বাঙালির সমন্বিত ও সর্বজনীন সাংস্কৃতিক মানচিত্রের একটি শক্তিশালী প্রতীক।

পহেলা বৈশাখে পান্তাভাত: পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন শুরুই হয় পান্তাভাত খেয়ে। ‘পান্তাভাত’ বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে পান্তা এক বিশেষ উপাদেয় খাবার। একটা কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর খানিকটা লবণ চটকে মাখিয়ে নিলেই পান্তাভাত অনায়াসে খাওয়া চলে। বর্তমানে পান্তাভাতের সাথে নানান পদের অনুষঙ্গ যোগ হয়ে এর আভিজাত্য বৃদ্ধি লাভ করেছে। বিশেষ করে পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ। ‘পান্তা’ নিয়ে বাংলা প্রবাদে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝাতে বলা হয়ে থাকে ‘নুন আনতে পান্তা ফুরায়’। আরও বলা হয়ে থাকে ‘পান্তা ভাতের জল, তিন পুরুষের বল।’ ‘পান্তা বুড়ির’ গল্প এখনও শিশুদের মুগ্ধ করে। এভাবেই পান্তা মিশে আছে বাঙালি খাদ্য সংস্কৃতিতে ও বৈশাখের ঐতিহ্যে।

বৈশাখী মেলা: বাংলা নববর্ষের সব থেকে বড় আনন্দ বৈশাখী মেলা। গ্রাম প্রান্তের নদী তীরে বটের ছায়ায় বা বাজারে জমে ওঠে ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামীণ বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলায় কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রী, পণ্য, সাজ-সজ্জা, খেলনা এবং বিভিন্ন খাবারের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আরও থাকে পালাগান, জারিগান, বাউল, ভাটিয়ালী, কবিতা আবৃত্তি, পুতুলনাচ, যাত্রাপালা, চলচিত্র প্রদর্শনী, নাটক, নাগরদোলা প্রভৃতি। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখী মেলা বাঙালির জাতীয় জাগরণের এক তৎপরতার অব্যাহত উদ্যম। ছোট-বড় সকলেরই বৈশাখী মেলার প্রতি বাড়তি একটা আনন্দ

কাজ করে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কিশোরী-যুবতীরা চুলের খোঁপায় বা মাথায় ফুল দিয়ে সেজে দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। মাথায় বিভিন্ন রকমের রঙিন কাপড়, কাগজের টুপি শোভা পায়। লাল পাড়ের শাড়ী-পাঞ্জাবী পড়ে। বৈশাখীর মেলায় যাওয়া, নাগর-দোলায় চড়া, ছবি তোলা আর প্রিয়জনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানো। ছোট ছেলে মেয়েরা কেউ কেউ মেলা থেকে বাঁশের বা তাল পাতার বাঁশী কিনে বাঁশী বাজাতে বাজাতে দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক সঙ্গে আনন্দ করে। তাদের মধ্যে অনেকে একতারা, দোতারা, ডুগডুগি, বাঁশী, ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে পরিবেশকে আনন্দময় করে তোলে। এই দিনে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে দেখা যায়, মেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়াদৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, নৌকা বাইচ, হা-ডু-ডু খেলাসহ অন্যান্য আয়োজন।

পহেলা বৈশাখে উৎসবের আমেজঃ বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা একটি প্রাণের উৎসব। পহেলা বৈশাখের আনন্দে ঘরে ঘরে উৎসবের জয়ধ্বনি বেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় ব্যস্ততা। চারিদিকে আলোক সজ্জিত। লোকে লোকারণ্য বাংলার মাঠ-ঘাট, শহর-বন্দর। হৃদয়ে বইছে আনন্দের কলতান। প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়ে বৈশাখ উৎসব পালন করার আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। লাল পাড় সাদা শাড়ি কপালে লালটিপ, হাতে কাচের চুড়ি আর খোঁপা বা গলায় বেলী ফুলের মালার সৌরভ, এ যেন চিরায়ত বাঙালি ললনার প্রতিচ্ছবি। বৈশাখে সেই নারীর সাথে বাহারি পাঞ্জাবি পরা পুরুষের নান্দনিক সম্মিলন ঘটে নববর্ষের উৎসবে। বাংলা উৎসব যেন গ্রামীণ জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, ফলে সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া দিনটি শুরু হয় পান্তা-ইলিশের সাথে পেয়াজ-কাঁচামরিচ অথবা চিড়া-গুড় ও দই-মিষ্টি তো আছেই। আমাদের সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখতে পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, পোষাক-পরিচ্ছেদ, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, এমনকি ধর্মীয় আচরণের মধ্য দিয়ে। উৎসব আয়োজনের মধ্যে বাঙালির জীবনে আনন্দধারা আজও বহমান রয়েছে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে বাঙালি আজও তার চিত্তের ঐশ্বর্যের সন্ধান করছে। অর্জন করেছে বাঁচার প্রেরণাকে।

বাঙালি কৃষ্টিতে নববর্ষে নতুনের সাড়া জাগায় বাঙালির ঘরে, বাঙালির মনে ও প্রাণে। আমরা মেতে উঠি আনন্দ-উৎসবে। বাংলা নববর্ষ জাতীয় ঐক্যের অঙ্গীকারবাহী। মানুষ মাত্রই উৎসব প্রিয় আর পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। নব সাজে নব আমেজে হৃদয়-মন ভরিয়ে দিয়ে প্রতিবছর বৈশাখ কড়ানাড়ে বাঙালির জীবনে। প্রাণের কী হুল্লোড়! উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে আমাদের ভাল লাগে। এই ভাল লাগার অনুভূতির প্রকাশ; সর্বোপরি মানব সংস্কৃতির দীপ্তময় প্রকাশ। আমরা উৎসব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে প্রকাশ করি। জীবনের চেতনাকে ধারণ করি এবং পালন করি। পহেলা বৈশাখ জাতির সর্বজনীন মিলনমেলা। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মান-অভিমান ভুলে গিয়ে নতুনকে বরণ করে নেবার অঙ্গীকার। পহেলা বৈশাখে জরাজীর্ণতা ও পুরাতনকে পিছনে ফেলে নতুনকে আহ্বান করা হয় নতুন চেতনালোকে। অতীতের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির আশায় আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করা হয় নতুন বছর॥ ৯

তথ্যসূত্র

- বাংলাপিডিয়াঃ পহেলা বৈশাখ, সমবারু চন্দ্র মহন্ত, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ ২০০৩।
- https://www.prothomalo.com

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

রেজিষ্ট্রেশন নম্বরঃ ১২০৯/১৯৭০

নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ - ২০২২

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিমিটেড এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২৭/৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ১৭ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত, চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, সমিতির নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী, একজন ম্যানেজার, একজন কোষাধ্যক্ষ, চার জন পরিচালক এবং পর্যবেক্ষণ কমিটির একজন চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও একজন সদস্য বিরতীহীনভাবে সমিতির সদস্য-সদস্যাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদানের জন্য এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী কাজে সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হলো।

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ
সেক্রেটারী
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

বিজ্ঞ/৬০/২২

বরফ জলের কাব্য

আবু নেসার শাহীন

প্রচণ্ড শীত পড়ছে। তার উপর সকাল থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কনকনে শীতের ভেতরে বাসে চেপে শাহবাগ বাসস্ট্যান্ড নামে জুলহাস। বাস থেকে নেমেই ছাতা মাথায় হাঁটতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকে মস্ত ছাতার নীচে বেঞ্চে বসে। মেঘ ডাকে। বৃষ্টির ছাট লাগে শরীরে। সে বাম হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে। এগারোটা বেজে দশ মিনিট। সাবা ঠিক দশটায় আসতে বলেছিল তাকে। হটাৎ তার মন ভীষণ খারাপ হয়। সে ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করে। কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে দূরে তাকায়। বৃষ্টির জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে বেঞ্চে বসে। চোখ বুজে পড়ে থাকে। মনে মনে ভাবে সাবা কি তাহলে আসবে না? সাবার সাথে দেখা হবে না আর। জীবনের কতগুলো বছর এ শহরে নিরিবিলি কেটে গেল। শুধু কষ্টের জায়গা সাবার চলে যাওয়া। এমন কথা মনে হতেই ফুঁপিয়ে ওঠে সে।

১ বৈশাখ। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশ। সকাল থেকেই পাবলিক লাইব্রেরী চত্তরে সিঁড়ির উপর বসে আছে জুলহাস। সাবা আসার কথা সকাল আটটায়। অথচ এখন বিকেল তিনটে বাজে। জুলহাসের চোখে মুখে বিরক্তির চাপ। সে মনে মনে ঠিক করলো মেসে চলে যাবে। এমন সময় সাবা দৌড়ে এসে হাঁফাতে থাকে। দুই হাত জোড় করে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,' সরি সরি ভেরি সরি।'

'প্রতিদিন একই সংলাপ।' সে রাগ করে লাইব্রেরী গেইটের দিকে হাঁটতে থাকে।

সাবাও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকে,' ইচ্ছে করে দেরি করে আসিনি। শেষ রাতের দিকে বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে সবকিছু গুছিয়ে তবেতো আসলাম।'

সে থমকে দাঁড়ায় এবং উল্টো দিকে ঘুরে সাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'ইটস ও-কে। এখন চল কিছু খেয়ে নি। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। তোমারও নিশ্চয়ই সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি?'

'উহু। খাওয়ার পর বাবাকে একটু দেখে আসবে, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়ে হাসপাতালে আসে। সাবার বাবা তাকে দেখে উঠে বসলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন; তোমরা বসো। সাবা আমার একমাত্র মেয়ে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে সব উপরওয়ালার হাতে। এক সময় আমার অবস্থাও তোমার মত ছিল। পাস করার পর পাগলের মত চাকরি খুঁজেছি। অনেক সংগ্রাম করে আজ বাড়ি গাড়ির মালিক হয়েছি। আমার বিশ্বাস তুমিও একদিন সফল হবে।'

'জ্বি দোয়া করবেন।' সে সাবার বাবার পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে।

'অবশ্যই অবশ্যই।' হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে উদভ্রান্তের মত হাঁটে। গভীর রাতে মেসে ফিরে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। একটার পর একটা ইন্টারভ্যু দিতে থাকে। কোথাও একটা চাকরি পায় না সে। সাবা অবশ্য একটা প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি পেয়ে যায়। বেশ ভালো বেতন। রোজ সাবা অফিস শেষে এক কলিগের গাড়ি করে বাড়ি ফিরে। একদিন বিজয় সরণির মোড়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে জুলহাস। সেদিন এক ফোটাও ঘুমুতে পারেনি সে। সকাল বেলা সাবার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। সাবা অফিসে যাওয়ার জন্য বের হচ্ছিল। জুলহাসকে দেখে ভ্রু কুচকে বলল, 'কি জুলহাস খবর কি?

'খবর তো তোমার কাছে। লোকটা কে বলতো। যার গাড়ি করে রোজ বাড়ি ফিরো।' সাবা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। সে আবারো বলল; কথা বলছো না কেন?'

'তুমি এতে দোষের কি দেখলে? জিসান আমার কলিগ। ভালো বন্ধুও বলতে পারো।'

'চল তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না। জিসান এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে আসবে।'

'তাই। গত তিন মাস ধরে আমার সাথে বাইরে কোথাও যাওনি। ছয় সাত বছরের প্রেম এখন শুধু অতীত, তাই না?'

'আমি কি সে রকম কিছু বলেছি?'

'না। কিন্তু তোমার আচরণে সে রকমই বোঝা যাচ্ছে।'

গাড়ির হর্ণ বাজে। সাবা উঠে দাঁড়ায়। তার ফ্যাকাসে মুখে হাসি ফোঁটে। সে ঘর থেকে বের হতে যাবে এমন সময় জুলহাস তার পথ আগলে দাঁড়ায়। সাবা অবাক হয়ে বলল,'কি ব্যাপার পথ আগলে দাঁড়িয়েছ কেন? আচ্ছা তুমি কি চাও বলতো?'

'আজ আমি তোমাকে অফিসে পৌঁছে দিতে চাই।'

'না। তুমি যাও। আমি প্রতিদিনের মত আজও জিসানের গাড়িতে করে অফিসে যাবো। সরে দাঁড়াও প্লিজ।'

সাবা জুলহাসকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে বের হওয়ার সময় পড়ে যায়। সিঁড়ির রেলিংয়ের সাথে লেগে মাথা ফেটে যায় এবং মূহুর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। শুরু হয় হাক-ডাক চিৎকার চেঁচামেচি। জিসানও ছুটে আসে। সাবাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। সাবার বাবা বললেন,'তুমি! তুমি সাবাকে আঘাত করেছো। ছিঃ জুলহাস। আর সাবা যে কিনা তোমাকে পাগলের মত ভালোবাসে। জিসান ছেলেটোও ভাল। সে সাবাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সাবা তোমার কথা ভেবে এ বিয়েতে রাজি হচ্ছেনা।'

'কিন্ত আঙ্কেল আমি-----।'

'কোন কিন্তু না। তুমি এখন যাও। পরে তোমার সাথে যোগাযোগ করব।'

সাবাদের বাসা থেকে বেরিয়ে সারাদিন শহরের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেছে। পেটেও কোন দানাপানি পড়েনি তার। রাতে মেসে ফিরে বমি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনে মনে ভেবে নেয় এ শহরে আর না। সকালে বগুড়ায় গ্রামের বাড়ি ফিরে যাবে। প্রয়োজনে কৃষি কাজ করবে। তবুও শহরের অফিসে অফিসে ঘুরে আর ইন্টারভ্যু দিবে না। বিছানায় শুয়ে আরও একটা কথা ভাবে, সাবার কি হল? সে সুস্থ আছে তো? এ সময় দরজা কড়া নাড়ার শব্দ হয়। সে দরজা খুলে দেখে একজন এসআই, সাথে তিনজন কন্সটেবল। সে ভয় পেয়ে বলল, 'আপনারা?

'আপনি জুলহাস মিঞা? বাড়ি বগুড়া? ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ কমপ্লিট করে চাকরির চেষ্টা করছেন?'

'জ্বি! কিন্তু ------।' সে পুরো কথা শেষ করতে পারে না। মেসের লোকজন জেগে ওঠে।

'আপনাকে একটু আমাদের সাথে রমনা থানায় আসতে হবে। সাবা করিম নামে একজন ভদ্র মহিলা থানায় অভিযোগ করেছেন, আজ সকালে তারই বাসায় আপনি তাকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। বাকি কথা থানায় গিয়ে হবে, ওকে।'

'জ্বি।' থানায় এসে চুপচাপ বসে থাকে সে। তার হাত পা কাঁপে। সাত পাঁচ ভাবে। এখন কি হবে? শেষ পর্যন্ত কি জেল খাটতে হবে? ওসি সাহেব এসে বললেন,'জুলহাস সাহেব কি হয়েছে একটু খুলে বলুনতো?'

সে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলে। রাতটা হাজতে কাটে। পরদিন তাকে জেলে পাঠানো হয়। তিনমাস পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা সাবাদের বাড়িতে যায়। সাবার বাবা মাথা নিচু করে বললেন 'সাবা থাইল্যান্ড গিয়েছে। মাস খানেক আগে জিসানকে বিয়ে করেছে ও। তুমি বাবা ওকে ভুলে যাও। আমি জানি তুমি খুব ভালো। একদিন অনেক বড় হবে। আজ যাও। কোন সহযোগিতা লাগলে আমার সাথে যোগাযোগ করো।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। চারদিকে কুয়াশায় ঢাকা। শীতে শরীর কাঁপে তার। ইউনিভার্সিটি মসজিদ থেকে যোহরের আযান ভেসে আসে। সে বেঞ্চ ছেড়ে ওঠে দাঁড়ায়। তার ধারণা সাবা আজ আর আসবে না। সে ছাতা মেলে সামনে এগুতে যাবে এমন সময় সাবা আসে। সাবা মুচকি হেসে বলল,'কি জুলহাস ভেবেছিলে আমি আসবো না?

'হু।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পাশাপাশি বসে দু'জন। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। সাবা হঠাৎ নড়ে চড়ে ওঠে। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে থার্মোফ্লাক্স বের করে। কাপে কফি ঢেলে খেতে থাকে দু'জন। জুলহাস বলল,'বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছিল।'

'তাই। আচ্ছা জুলহাস আমি না হয় ভুল করেছি। ভুল না পাপ করেছি। তাই বলে তুমি আমাকে অভিশাপ দিবে?'

'আমি ! আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি? 'সে অবাক হয়ে বলল।

'তা নয়তো কি। আচ্ছা বাদ দাও। তোমার খবর কি বল ?'

'ভাল।' আবারও অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। এক সময় সাবা বলল,'সরি জুলহাস আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। তোমাকে ছেড়ে-------।'

'তুমি কি জন্য আমাকে ছেড়ে চলে গেছ তার ব্যাখ্যা আমি শুনতে চাইনা। আমি শুধু চাই তুমি যেখানে থাকো যেমন করে থাকো, ভাল থাকো। ব্যাস এইটুকু।'

'আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। আমি --------।'

'আবারও। আবারও ব্যাখ্যা দিচ্ছ। প্লিজ এবার প্রসঙ্গ একটু বদলাও।'

'সব ছেড়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই। প্লিজ তুমি না করো না।'

'সেটা সম্ভব না।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কেন সম্ভব না?' সাবার অস্ফুস্ট উচ্চারণ।

'আমি অলরেডি একজনকে বিয়ে করেছি। তুমি ফিরে আসলে তার কি হবে? সেও তো একটা মেয়ে। একটা মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সংসারে অশান্তি করতে চাও?

'না না না। আসলে আমি জানতাম না তুমি বিয়ে করেছো।'

'বার বছর পর এই ভেবে আমার সাথে দেখা করতে এসেছো? অদ্ভুত না!'

'হু অদ্ভুতই বটে। তবে কি জানো আমার চারপাশে আজ কেউ নেই। বাবা মারা গেছেন, জিসান আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তাই ভাবলাম ...।'

'তাই ভাবলে বার বছর পর আমাকে ডেকে প্রস্তাব দিলে আমিও রাজি হয়ে যাবো?'

সে শব্দ করে হাসে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হাই তুলতে তুলতে চোখ বুজে। গত পাঁচ ছয় মাস ধরে প্রায় প্রতিদিন ফোন করে সাবা। একবার শুধু দেখা করতে চায়। অথচ এই সাবা তাকে কত অপমান করেছে। মিথ্যে মামলা দিয়ে জেল পর্যন্ত খাটিয়েছে। সাবার জন্য তার জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কি এক মানসিক চাপের মধ্যে জীবন পার করতে হয়েছে তাকে যা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। হঠাৎ তার মোবাইল বাজে। সে কল রিসিভ করে, 'হ্যালো।'

'হ্যাঁ, মনের মানুষের সাথে দেখা হয়েছে?

'হয়েছে। এইতো আমার পাশে বসে আছে। কথা বলবে?'

'আমি আর কি বলব যা বলার তুমিই বল।' লাইন কেটে যায়। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কে ফোন করেছিল? তোমার বউ?' সাবা জোর করে মুচকি হাসার চেষ্টা করে।

সে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। সাবা থার্মোফ্লাক্স থেকে আবারও কফি ঢালে। কফি খেতে খেতে সে নিচু গলায় বলল, 'গ্রামের মেয়ে। খুব সহজ সরল। দুর্দিনে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও আছে। তবে কখন চলে যায় কে জানে।'

সাবা অবাক হয়ে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'চলে যাবে এ কথা বলছো কেন?'

"সাত বছর প্রেম করার পর যদি তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা কর, জেল খাটাও, অন্য একজনকে বিয়ে কর। তাহলে সে কেন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না?

তার কথা শুনে সত্যি ভড়কে যায় সাবা। সে দ্রুত কফি শেষ করে ওঠে দাঁড়ায়। সে বলল, 'গ্রামের মেয়ে হলেও দেখতে সুন্দরী, শিক্ষিত।'

'আজ যাই জুলহাস। আবার হয়তো কোন একদিন দেখো হবে। সেদিনও হয়তো তীব্র শীতের ভেতর বৃষ্টি নামবে। ভাল থেকো।' সাবার চোখে জল। সাবা এক মুহূর্তে কেঁদে ফেলতে পারে। এ কথা সে জানে।

'তুমি ভাল থেকো। মাঝে মাঝে ফোন দিও।' সেও ওঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে হাঁটে দু'জন। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপুনি দিয়ে শীত লাগে শরীরে। বাংলা একাডেমীর সামনের গেইট দিয়ে বের হয়। তার ফোন বাজে। সে ফোন রিসিভ করে,'হ্যাঁ হ্যালো।'

'সাবাকে একটু জিজ্ঞাস করতো এতো জায়গা থাকতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ডেকে পাঠিয়েছে কেন?' জুলহাসের স্ত্রীর কথায় অভিযোগের সুর।

সে ফোন কেটে দিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রী জানতে চায় এতো জায়গা থাকতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসতে বললে কেন?'

'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথম তোমার সাথে পরিচয় হয়।' টিএসসি হয়ে একটা মার্সিডিজ গাড়ি এসে থামে। সাবা গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছুটে চলে। যতোক্ষণ গাড়ি চোখের আড়াল না হয় ততোক্ষণ চেয়ে থাকে জুলহাস। তারপর উল্টো দিকে ঘুরে বাস স্ট্যান্ডের দিকে হাঁটে। মধুর ক্যান্টিনের দিক থেকে আসা একটি মিছিল মসজিদ হয়ে টিএসসি'র দিকে মোড় নিতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির জন্য মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সে বাস স্ট্যান্ডে এসে ফার্মগেইটের বসে চেপে বাসে। বাস জ্যামে আটকে আছে। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়। এই ভেবে যে সাবা ভালো নেই॥ ৯

নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

০১। ফ্ল্যাটের পরিমাণ ও ৭০৮ স্কয়ার ফিট ও ১৪১৬ স্কয়ার ফিট।

০২। প্রতি স্কয়ার ফিটের মূল্য : ৫,৫০০/- টাকা

০৩। স্থান : ভাটারা, মাদানী এভিনিউ, খ্রীষ্টান হাউজিং প্রকল্প-৪

যোগাযোগ :

০১৭১৫৯৭৩১৪৬

০১৭১৪১৬৮৮৩০

০১৫৫২৩৭৯৭৩৪

বিজ্ঞ/৮৮/২২

চশমা

জনি জেমস মুরমু সিএসসি

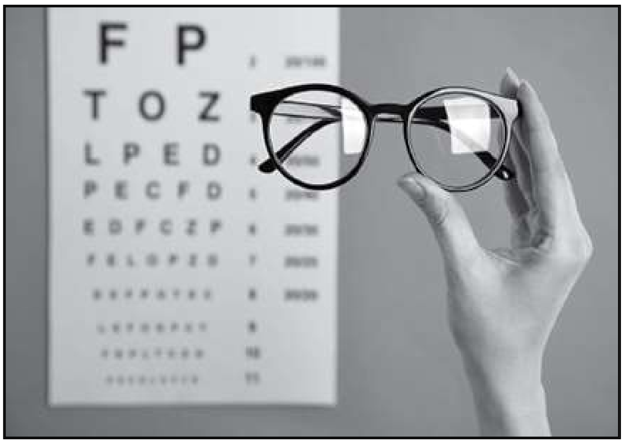

কোনো এক গ্রামে একজন কৃষক ছিলেন। তিনি কোনো ধরণের পড়া-লেখা জানতেন না অর্থাৎ তিনি ছিলেন অজ্ঞ। তিনি প্রায়ই দেখতেন যে অনেকেই বই-পত্র পড়ার জন্য চশমা পড়তেন। তার খুব ইচ্ছা হত এই সব বইয়ে কি লেখা আছে তা তিনি পড়বেন। তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, আমারও যদি চশমা থাকত, তাহলে তো আমিও অন্যদের মত বই পড়তে পারতাম। তাই আমাকে অবশ্যই শহরে যেতে হবে এবং নিজের জন্য চশমা কিনতে হবে যেন আমি কৃষক হয়েও অন্যদের মত বই পড়তে পারি।

তাই তিনি একদিন শহরে গেলেন এবং একটা চশমার দোকানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি দোকানদারকে বই পড়ার জন্য চশমা দিতে বললেন। দোকানদার তখন তাকে একটি বই দিলেন এবং বিভিন্ন ধরণের চশমা বের করে দেখাতে লাগলেন। কৃষকটি তখন একে একে সব চশমা পরে বইটি পড়তে চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু তিনি কিছুই পড়তে পারছিলেন না। তাই তিনি দোকানদারকে বললেন যে, চশমাগুলো হয়ত ব্যবহার অনুপযোগী তাই হয়ত তিনি কিছুই পড়তে পারছেন না। একথা শুনে দোকানদার তখন তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, আর দেখলেন যে কৃষক বইটি উল্টা করে ধরে রেখেছেন। তখন তিনি কৃষককে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি পড়া-লেখা জানেন?" উত্তরে কৃষক তাকে বললেন যে না, তিনি পড়তে বা লিখতে জানেন না। কিন্তু তিনি অন্যদের মত চশমা ব্যবহার করতে চান যেন বই-পত্র পড়তে পারেন। কিন্তু এখানে একে একে সব চশমা পরেও তো তিনি কোনো লেখা বুঝতে পারছেননা। ক্রেতার সমস্যা বুঝতে পেরে দোকানদার তখন খুব কষ্টে তার হাসি দমিয়ে রেখে তাকে বুঝাতে লাগলেন যে- চশমা মানুষকে বই পড়তে বা লিখতে সাহায্য করেনা। এটি শুধু ভালোমত দেখতে সাহায্য করে। পড়া লেখা না জানলে চশমা পড়েও অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব নয়।

নীতি শিক্ষা: অজ্ঞতা হল অন্ধতার শামিল। ৯

ত্যাগের তরীর যাত্রী আমরা

যিশু বাউল

আধ্যাত্মিক জীবনের সৌন্দর্য ধ্যানে
ত্যাগের তরীর যাত্রী আমরা,
কষ্টভোগী যিশুর নির্দেশনাতে
খ্রিস্টের জীবনের পূর্ণতার প্রকাশ
প্রেম সেবার নিত্য অনুশীলনে।

ত্যাগের তরীর যাত্রী আমরা
প্রার্থনা, উপবাস আর দানের মাঝে,
ক্ষমার মহিয়ান প্রচেষ্টা দিনের সকল কাজে
নিত্য দিনে চলি একতার নিবিড় বন্ধনে
খ্রিস্টীয় জীবনের সখ্যতা পারস্পরিক
ভ্রাতৃত্বের প্রকাশে।

সত্য-সুন্দরের বসতি ত্যাগময় জীবনে
সাধনার প্রেম-প্রীতি, সখ্যতা সন্তুষ্টিময় চিত্তে,
দেওয়া-নেওয়া, চাওয়া-পাওয়ার বাসনা ত্যাগে-
জীবনের বসতি ঘর 'ক্ষমা আর সেবা দানে'
স্রষ্টা-সৃষ্টির বন্দনা নিরন্তর প্রশংসা গানে
ত্যাগের তরীর যাত্রী আমরা চিরন্তন বন্দরের লক্ষে॥

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

মহাড়ম্বরে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

জাতীয় যুব কমিশন ডেক্স □ বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি কিছুটা স্তিমিত হওয়ায় শত-সহস্র খ্রিস্টান যুবকদের প্রাণের উৎসব 'জাতীয় যুব দিবস' পালিত হয় সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ধর্মপল্লী, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে গত ২৪-২৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। তবে এ উদ্‌যাপনকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয় অনেকদিন আগে থেকেই। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় যুব কমিশন কয়েকমাস ধরেই দফায় দফায় আলোচনা ও মিটিং করে প্রস্তুতি নিতে থাকে। করোনার কারণে বিগত যুব দিবস সম্পন্ন না হওয়ায় যুবাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৩৭তম যুব দিবসকে ঘিরে। বাংলার আনাচে-কানাচ থেকে খ্রিস্টান যুবারা মিলিত হয় নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে অনেকের মাঝে অনেকের সাথে। সারা বাংলাদেশর আটটি ধর্মপ্রদেশের মোট ৪৫০ জন যুবক-যুবতী জাতীয় যুব দিবসে অংশগ্রহণ করে। মূলভাবঃ "মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন *(লূক ১:৩৯)*।" "Mary arose and went with haste" (Lk 1:39)।

বরণ অনুষ্ঠানঃ

২৪ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার ৩৭তম যুব দিবসের প্রথম দিন। চৈত্রের দাবদাহে ও ভ্যাপসা গরমে যখন সমগ্র দিনাজপুরবাসী এক পসলা বৃষ্টির জন্য অধীর অপেক্ষায় অপেক্ষমান, ঠিক সে সময়ে সান্তালী মাদলের ধ্বনিতে ও উরাও নৃত্যের তালের ছন্দে নিজেদের কৃষ্টিগত পোষাকে অর্ধশত যুবক-যুবতীদের ছন্দে এক পসলা বৃষ্টির মতোই স্বস্তি নেমে আসে দিনাজপুরের ক্যাথিড্রাল চত্বরে।

ঐদিন সকাল থেকেই স্বাগতিক দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ জাতীয় যুব সমন্বয়কারীসহ অভ্যর্থনা কমিটি ও নির্দিষ্ট সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার এবং যুবা ভাই-বোনেরা প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীদের সাওতাল ও উরাও কৃষ্টি অনুযায়ী নৃত্যের তালে তালে বরণ করে নেন এবং সকলকে মিষ্টি মুখ করান। প্রথমে আসে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ভাই-বোনেরা। এর পর রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং পর্যায়ক্রমে, ঢাকা, সিলেট, চট্রগ্রাম ও সর্বশেষে খুলনা ধর্মপ্রদেশের ভাই-বোনদের বরণের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনার সমাপ্তি ঘটে। একই সাথে জাতীয় যুব কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও'কে উরাও কৃষ্টিতে বরণ করে নিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। দুপুরের আগেই ক্যাথিড্রাল চত্বর যুবক-যুবতীদের সদর্প পদাচারণে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বৈকালিক অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৪:৩০ মিনিটে নব নিযুক্ত জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ও নির্বাহী সচিব ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি'কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যদিয়ে। অনুভূতি ব্যক্ত করে ফাদার বিকাশ জেমস বলেন, "যারা নিজ প্রতিভায়, উদ্যমে, কর্মযজ্ঞ দ্বারা বদলে দেয় পৃথিবী, তারাই চিরনবীন। তাই এই যুব দিবসে তোমাদের প্রত্যয় ও চেতনার উৎস হচ্ছেন চিরন্তন যুবা যিশুখ্রিস্ট।" জাতীয় যুব সমন্বয়কারীর সাথে অন্যান্য অতিথিদেরও ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ১ম দিনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের যুব সমন্বয়কারী ফাদার জাখারিয়াস মার্ডী। দ্বিতীয়ার্ধ্বে ডকুমেন্টশন কমিটির পরিচালনায় ৩৫তম জাতীয় যুব দিবসের কার্যক্রম প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। একই সাথে স্বাগতিক দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ যুবক্রুশ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে তীর্থযাত্রার অংশসমূহ ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে।

ক্রুশ স্থাপন অনুষ্ঠানঃ যুব দিবসের কেন্দ্রবিন্দু, অতি আরাধ্য ও প্রধান আকর্ষণ হলো যুবক্রুশ স্থাপন। অতি আরাধ্য যুবক্রুশ বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে তীর্থযাত্রা শেষে আবার ফিরে এসেছে ক্যাথিড্রাল প্যারিসে। বিশপ হাউজের সামনে থেকে যুবা ভাই-বোনেরা কৃষ্টিগত পোষাক পরে বিশপসহ যুবক্রুশ নিয়ে নৃত্যের তালে শোভাযাত্রা করে তুলে দেন জাতীয় যুব কমিশনের সভাপতি ও যুব সমন্বয়কারীর হাতে। নির্দিষ্টস্থানে ক্রুশ স্থাপন করে মালা পরিধান, আরতি প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্বলন

করা হয়। প্রায়শ্চিত্তকালে যুবাদের হৃদয়ের মরুভূমিতে যিশুর জন্য তৃষ্ণা ও ক্ষুধা থাকার আহ্বান। যুব উৎসব হচ্ছে যিশু হৃদয়ের দিকে যাত্রা করা ও তাঁর ভালবাসায় পরিস্নাত হওয়া ও অন্যকে তাঁর ভালবাসার কাছে নিয়ে আসা ও প্রচার করা। মূল আকর্ষণ ছিল যুবক্রুশ নিয়ে দু'জন যুবতী বোনের অসাধারণ কোরিওগ্রাফি। যে মায়ের কাছ থেকে তীর্থযাত্রা শুরু, আবার সেই মায়ের কাছে ফিরে আসা!

স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশ ও উপাসনা কমিটির পরিচালনায় উদ্বোধন খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু। সহার্পণে ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার, জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারিগণসহ ৩৬ জন যাজক। পবিত্র বাইবেলের অপব্যয়ী পুত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু বলেন, "তোমরা যুবারাও অনেক সময় অপব্যয়ী পুত্রের মতো বিপথে ধাবিত হও। তবে ঐশ পিতা ও জাগিতক পিতা তোমাদের ফিরে আসার মুহূর্তকে গ্রহণ করে নেবার জন্য সদা প্রস্তুত।" রাতের আহারের পরপরই শুরু হয় স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশের পরিচালনায় বরণ অনুষ্ঠান। স্থানীয় কৃষ্টি নৃত্যের মাধ্যমে রাজকীয়ভাবে শোভাযাত্রা করে মূলমঞ্চে নিয়ে আসা হয়। পরম শ্রদ্ধেয় বিশপত্রয় সুব্রত, সেবাস্টিয়ান ও জের্ভাসসহ সকল যুব সমন্বয়কারীদের পা ধুয়ে দিয়ে তেল মেখে, রাখি বন্ধন ও বিশেষ পিঠা খাওয়ায়ে বরণ করা হয়। পরিশেষে উরাও কৃষ্টির বিখ্যাত দাশাই নাচের মধ্যদিয়ে স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশের বরণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এরপরই সঞ্চালক কমিটির পরিচালনায় শুরু হয় পরিচয় পর্ব এবং শেষ হয় বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর প্রত্যেকের বিভিন্ন রঙের হস্তচিহ্ন স্থাপনের মাধ্যমে।

যুব র‍্যালী ও যুব দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা: জাতীয় যুব দিবসের দ্বিতীয় দিনের (২৫ মার্চ) কার্যক্রমের মূল আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য যুব র‍্যালী। প্রতি ধর্মপ্রদেশের নিজ নিজ ব্যানারে কৃষ্টিগত বর্ণাঢ্য পোষাকে ও বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে এবং যুব চেতনার জাগ্রত শ্লোগানে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ-উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে দিনাজপুর শহর। এ যেন আন্তঃসংস্কৃতির যুব মিলনমেলা। র‍্যালী শেষে বেলুন উড়িয়ে যুব দিবসের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান অতিথি বিশপ জের্ভাস রোজারিও। যুব দিবসের লগো উন্মোচন ও ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পরপরই আগত অতিথিদের ফুলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে নির্বাহী সচিব

ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ রিবেরু যুব দিবসের তিনটি লক্ষ্য উল্লেখ করে বলেন, "প্রথমত বাংলাদেশের খ্রিস্টান যুবক-যুবতীরা যেন "ফ্রাতেলি তুত্তি'র" আলোকে খ্রিস্টের ভাই-বোন হিসাবে একে অন্যকে সম্মান করে ও সমমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। দ্বিতীয়ত "খ্রিস্ট জীবিত" এর চেতনায় যুবক-যুবতীরা যেন খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে (Encounter with Christ) এবং মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে খ্রিস্টকে সাক্ষ্য দিতে পারে। তৃতীয়ত "সিনডাল মণ্ডলী'র" প্রেরণায় খ্রিস্টের সান্নিধ্য অভিজ্ঞতার আলোকে যুবরাজ খ্রিস্টের মানব সেবার শিক্ষা পরিবারে ও মণ্ডলীতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। এগুলিই এই বছরের যুব দিবসের মূলভাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ও মা মারীয়ার মতো নিজের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা গ্রহণের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তকেই প্রকাশ করে।" তার বক্তব্যের পর মূলভাবের উপর করা 'থিম সং' এ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের যুবা ভাই-বোনদের বর্ণাঢ্য পোষাকে কোরিওগ্রাফি প্রদর্শন সকলকে নির্মল আনন্দে ভাসায়। প্রধান অতিথি বিশপ জের্ভাস যুবাদের প্রেরণা দিয়ে বলেন, "শুধু তরুণরাই পারে যুবতী মারীয়ার মতো আস্থা ও বিশ্বাসের হাতটা ধরে সেবার তাগিদে তাৎক্ষণিক বেরিয়ে পরতে।" শুভেচ্ছা বক্তব্যে আর্চবিশপ সুব্রত বলেন, "করোনা মহামারির বাঁধা-বিঘ্নকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এই বছর জাতীয় যুব দিবসের আয়োজন করেছি। আগামী বিশ্ব যুব দিবসের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ এই বছরের যুব দিবসের মূলভাব রাখা হয়েছে।" শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরেই প্রধান অতিথি, বিশেষ ও সম্মানিত অতিথিদের ক্রেস্ট-উপহার প্রদান করা হয়। একই সাথে সকল ধর্মপ্রদেশীয় যুব সমন্বয়কারীদের উপহার হিসাবে ড্রেসকোড দেয়া হয়। এপিসকপাল যুব কমিশনের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন 'যুবদৃষ্টি'র যুব দিবসের বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি ও সভাপতি। মূলপর্বের আরেকটি দৃষ্টি নন্দন বিষয় ছিল ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতির সমন্বয়ে সজ্জিত 'হ্যারিটেজ কর্ণার' বা ঐতিহ্য কর্ণার/চত্বর উদ্বোধন ও প্রদর্শন।

বিশেষ অধিবেশন ও বিশেষ রোজারি মালা প্রার্থনা: বৈকালিক অধিবেশন শুরু হয় যুব সঙ্গীতের উপর সিলেট ধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীদের সুশোভন কোরিওগ্রাফি দিয়ে। এর পর ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের মূলভাব: "মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন *(লুক ১:৩৯)*" এর উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি যুবাদের জেগে উঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "প্রথমত যুবা জীবনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা গ্রহণ দ্বিতীয়ত: প্রেমের আনন্দ বহন অর্থাৎ খ্রিস্টকে অন্যের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া; তৃতীয়ত: সেবার মনোভাব। যুবারা যদি এই বিষয়গুলি নিজেদের জীবনে ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়ন করে তবেই পৃথিবী বদলে যাবে।" দ্বিতীয়ার্ধে "রোজারীমালা প্রার্থনার অগ্রদূত: যুব সমাজ" এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার রুবেন গমেজ সিএসসি। রোজারীমালা প্রার্থনা বা জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব ঠিক কতটুকু তারই সম্বন্ধে তিনি সকলকে অবগত করেন। প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করার উপদেশ দিয়ে তিনি তার সহভাগিতা শেষ করেন।

এরপর ছিল বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পক্ষ থেকে এনিমেশন। এনিমেশনের পরেই আমরা

উপভোগ করেছি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। যার মধ্যে অংশগ্রহণ ছিল চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ, খুলনা ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। যার উপস্থাপনায় ছিল ৪ জন অংশগ্রহণকারী ভাই-বোন। উক্ত তিনটি ধর্মপ্রদেশের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পরে যুবারা রাত ৯.১৫ মিনিটে পবিত্র জপমালা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে। যার পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেছেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ।

আমরা জানি যে, বর্তমান রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। এমনিতর অবস্থায় শান্তির লক্ষ্যে পোপ মহোদয় আজকে সারা বিশ্বব্যাপী এক বিশেষ রোজারীমালা প্রার্থনা আহ্বান করেছেন। তাই শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে সকলে প্রার্থনা করি।

পরিশেষে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের ৩য় দিনের নির্দেশনা দিয়ে আজকের ২য় দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩য় দিন

২৬ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস এবং

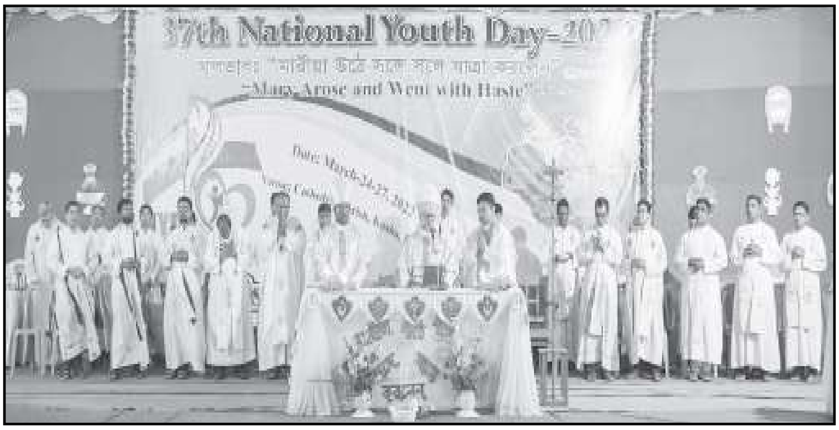

৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের ৩য় দিন। আজ সকাল ০৬ টায় আমরা শয্যা ত্যাগ করি এবং ৬.৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার লাভলু সরকার ও উপদেশবাণী রাখেন ফাদার পলাশ গমেজ এসএক্স। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষ হবার পরেই মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংগীত গাওয়া এবং উচ্চারণ করা হয় শপথ বাক্যও ফাদার নবীন পিউস কস্তা স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কিত বক্তব্য প্রদান করেন।

বিভিন্ন দলে ক্লাশ: মোট ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে তিনজন গুণী বক্তার তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৯.০০ টা হতে। উক্ত ক্লাস সমূহের বক্তাগণ ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, শ্রদ্ধেয় ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, সংঘ প্রদেশপাল, পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসংঘ এবং শ্রদ্ধেয় ফাদার রিপন রোজারিও এসজে। শ্রদ্ধেয় বিশপ আমাদের মধ্যে "সিনডীয় মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ" এই বিষয়ের উপর মূল্যবান সহভাগিতা করেন। একইভাবে শ্রদ্ধেয় ব্রাদার সুবল "যুবাদের ধর্মশিক্ষা" বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি আমাদের পাপস্বীকার করা, বিশ্বাসমন্ত্র, প্রভুর প্রার্থনা বিষয়গুলো সহভাগিতা করেন এবং ফাদার রিপন রোজারিও এসজে "ইয়ুথ কাউন্সিলিং : মন দিয়ে শুনি মনের কথা" এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত সুন্দর সহভাগিতা রাখেন। বর্তমানের যুব সমাজের অবক্ষয়ের কারণ, উত্তোরণের উপায় ইত্যাদি নিয়ে শ্রদ্ধেয় ফাদার রিপন কথা বলেন। উক্ত ক্লাসসমূহ সমাপ্ত করেই আমরা দুপুরের আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করি।

জেগে ওঠার গল্প শোন: বিকালের অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভাই-বোনদের এনিমেশনের মাধ্যমে। অতঃপর ৪টি ধর্মপ্রদেশ হতে ৪ জন ভাই-বোন জেগে ওঠার গল্প শুনেছি আমরা। যেখানে আমরা শুনতে পাই; একজন যুবক/যুবতী হয়ে কিভাবে জীবনের চড়াই-উতরাই পার করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এতে অংশগ্রহণকারী ধর্মপ্রদেশসমূহ ছিল ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের পক্ষে আকাশ গমেজ, ময়মনসিংহের পক্ষে চার্চিল ম্রং ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষে জর্জ প্লাবন রোজারিও তাদের জেগে ওঠার গল্প সহভাগিতা করে।

উক্ত বিষয়ের সমাপ্তিলগ্নে চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের এনিমেশন উপভোগ করেছি।

পোপ মহোদয়ের সাম্প্রতিক পত্রগুলোর উপর অধিবেশন: বিকাল ৪.৩০ মিনিটে পোপ মহোদয়ের "লাউদাতো সি" পত্রের ভিত্তিতে একটি বিশেষ সহভাগিতা আমরা শুনেছি। যার পরিবেশনায় ছিলেন মিস জুঁই বিশ্বাস। পোপ মহোদয় তার এই পত্রে প্রকৃতির প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন।

উক্ত সহভাগিতার পরে যুব কমিশনের ভাই-বোনদের একটি একশন সং সকলে উপভোগ করি। এরপরেই শুরু হয় আজকের শেষ সহভাগিতা। যার পরিচালনায় ছিলেন স্বপ্নীল ক্রুশ। বিষয়: "ফ্রাতেলি তুত্তি"। যা হলো পোপ মহোদয়ের সর্বজনীন ৩য় প্রৈরিতিক পত্র। ন্যায্যতা, শান্তি, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক হয়ে কাজ করতে হবে। যা উক্ত পত্রে লিখিত রয়েছে। উক্ত সেশনের পরপরই আমরা বিকালের টিফিন গ্রহণ করি।

পবিত্র ক্রুশের আরাধনা: বিকালের টিফিন গ্রহণের পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরিচালনায় পবিত্র ক্রুশের আরাধনা করা হয়। আরাধনার পাশাপাশি ২০জন যাজকের কাছ থেকে আমরা পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করি। আরাধনার শেষে আমরা রাতের আহার গ্রহণ করি।

ক্যাম্প ফায়ার: আজকের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ক্যাম্প ফায়ার। যেখানে আমরা সকলে ৩টি দলে ভাগ হয়ে তা করেছি। সাথে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণও অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে; পরবর্তী দিনের দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদের আজকের দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করি।

শেষ দিন:

এক্সপোজার: ২৭ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ রবিবার, ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের ৪র্থ এবং শেষ দিন। সকালে ধর্মপ্রদেশভিত্তিক সকালের ছোট প্রার্থনার পরে আমরা সকালের আহার গ্রহণ করি। আহার শেষ করে সবাই একসাথে ছবি তুলে জোনভিত্তিক ৬টি স্থানে এক্সপোজারের জন্য যাই। যেখানে আমরা এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হই। এক্সপোজার শেষ করে আমরা দুপুর ০১ টার দিকে আবার ফিরে এসে দুপুরের আহার গ্রহণ করি।

আমাদের আজকের বৈকালিক অধিবেশনে প্রথমেই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের এ্যানিমেশন উপভোগ করি। এরপরেই ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ নিজেরা একসাথে বসে আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

বিকাল ৪:৩০ মিনিটে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসির উৎসর্গীকৃত মহাখ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে সকল যুবারা। খ্রিস্টযাগের পরপরই ৪জন ভাই-বোনের কাছ থেকে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের ছোট মূল্যায়ন শুনি। অতঃপর ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি কে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এপিসকপাল যুব কমিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন। অতঃপর ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি আমাদের ৩৭তম যুব দিবসের অনুষ্ঠানের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যুব ক্রুশ হস্তান্তর: ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পরই যুবক্রুশ হস্তান্তর করা হয়। প্রথমেই দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ ক্রুশ বহন করে তা যুব কমিশনের হাতে হস্তান্তর করেন। পরেই পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ নতুন ধর্মপ্রদেশ যারা কিনা যুবক্রুশের দায়িত্ব পাচ্ছেন তাদের নাম অর্থাৎ খুলনা ধর্মপ্রদেশের কাছে হস্তান্তর করেন। ক্রুশ হস্তান্তর সম্পন্ন হলে সকলে মিলনভোজে অংশ গ্রহণ করে। দিনাজপুরের স্বেচ্ছাসেবীরা খাদ্য পরিবেশনে বেশ মুন্সিয়ানাসহ সৃজনশীলতা দেখান।

আহারের পরে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের রিপোর্ট পাঠ করা হয় ও একটি স্লাইড শো দেখানো হয়। এরপর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে ৩৭তম জাতীয় যুব দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য ৩৭তম জাতীয় যুবদিবসে অনেক যুব যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে একসাথে পথ চলে আমরা সিনডীয় মণ্ডলী গড়ে তুলতে এগিয়ে চলবো। জাতীয় যুব দিবসের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিল সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস ও সিগনিস বাংলাদেশ। ৪দিনের অনুষ্ঠানই প্রতিবেশীর ফেইসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। যার দরুণ সমগ্র দেশ ও বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তের মানুষ জাতীয় যুব দিবসের সাথে একাত্ম হবার সুযোগ পেয়েছে।

২৭ মার্চ রাতে নামে বিষাদের সুর। যুবমেলা ভাঙ্গতে শুরু করে। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের যুবারা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় চলে যায় নিজ নিজ নীড়ে। ঐদিন রাতে ও ২৮ মার্চ সকালে। এ ৪ দিনে সারা বাংলার খ্রিস্টান যুবাদের মধ্যে জেগেছে সচেতনতা ও আনন্দের ভান। তারা উপলব্ধি করেছে যিশু ও মণ্ডলীর ভালবাসা। ভৌগলিক দূরত্ব থাকলেও বিশ্বাসের একতায় ও দৃঢ়তায় সকলেই পথ চলতে দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে যুবারা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

তথ্যদানে : কল্লোল কস্তা।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: প্রতিষ্ঠানে **অফিসার-ক্যাশ ও একজন পুরুষ বাবুর্চি** পদে কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে।

ক্রমিক নং	পদের নাম	যোগ্যতাসমূহ
১।	**অফিসার ক্যাশ** (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)	ক) ন্যূনতম বি.বি.এ.(গ্রাজুয়েশন) উত্তীর্ণ হ'তে হবে। খ) বয়স ২৮-৩৫ এর মধ্যে হ'তে হবে। গ) বিবাহিতা হ'তে হবে। ঘ) হাতের লেখা অবশ্যই সুন্দর হ'তে হবে। ঙ) এম.এস.ওয়ার্ড ও এক্সেল এ পারদর্শী হ'তে হবে। চ) স্মার্ট হ'তে হবে।
২।	**বাবুর্চি (পুরুষ)**	ক) ন্যূনতম এস.এস.সি. পাশ হ'তে হবে। খ) বয়স ৪০-৪৫ এর মধ্যে হ'তে হবে। গ) বাংলা রান্না, চাইনিজ রান্না ও স্ন্যাক্স/ফাস্ট ফুড তৈরী করতে জানতে হবে। ঘ) বিবাহিত হতে হবে। ঙ) স্মার্ট হ'তে হবে।

উক্ত অফিসার-ক্যাশ ও বাবুর্চি পদে আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্ন ঠিকানায় **আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দের** তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি এবং ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গীন ছবি জমা দিতে বলা হচ্ছে।

প্রধান নির্বাহী
দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:
৬২৬/১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ই-মেইল নম্বর: mstarfwc@yahoo.com

বিজ্ঞ/৮৬/২২

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মাল্টাতে পোপ ফ্রান্সিস

অন্যকে স্বাগত জানানোর আমাদের উষ্ণ মনোভাব বিশ্বকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে

মাল্টায় পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের শান্তি সেন্টারে পোপ ফ্রান্সিস অভিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মানবতাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমরা যদি দয়া ও মানবতার সাথে আচরণ না করি তাহলে সভ্যতার সর্বনাশ মোকাবেলা করছি; যা শুধুমাত্র অভিবাসীদেরই নয় কিন্তু আমাদের সকলকেই ভীত করছে। গত রবিবার (০৩ এপ্রিল ২০২২) বিকালে ফ্রান্সিসকান ভ্রাতা দিয়নসিউস মিনটভের শান্তি ল্যাবরেটরী পরিদর্শনকালে পোপ মহোদয় উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ৯১ বছর বয়সী ফ্রান্সিসকান ফাদার মিনটভের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে। তিনি বলেন, যারা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কারণে পালিয়ে এসে মাল্টায় আশ্রয় নিয়েছেন পোপ মহোদয়ের এই সাক্ষাৎ ও উপস্থিতি সেসকল অভিবাসীদের মনে শক্তি ও কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ডানিয়েল ও সিরিম্যান নামে দু'জন অভিবাসী পালিয়ে আসার ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট ও যাত্রাপথে জীবন সংকটাপন্ন হবার বিভিন্ন ঘটনার কথা সহভাগিতা করেন। নাইজেরিয়ান ডানিয়েল একটি চিত্রকর্ম পোপ মহোদয়কে উপহার হিসেবে দেন যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন তার যাত্রাকালে ভূমধ্যসাগরে তাদের জাহাজডুবি ও কয়েকজন বন্ধুর করুণ মৃত্যুচিত্র। পোপ মহোদয় মাল্টাবাসীদের ধন্যবাদ জানান অভিবাসীদের স্বাগত জানানোর জন্য। তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন মাল্টাবাসীরা সাধু পলকে যেমনি স্বাগত জানিয়েছিল তেমনি এখনো উদারতার সাথে অভিবাসীদের স্বাগত জানাচ্ছে এবং তা চলমান রাখতে অনুরোধ করেন। তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় আমরা 'সভ্যতার সর্বনাশের' ঝুঁকিতে আছি। কিন্তু আমরা দয়া ও মানবতা অনুশীলনের মধ্যদিয়ে এ সর্বনাশ থেকে বাঁচতে পারি। তাই আমরা যখন অভিবাসী ও উদ্বাস্তুদের স্থলে নিজেদেরকে রেখে তাদের কথা চিন্তা করি, তাদের জীবনের গল্প শুনি এবং মনে করি তারা আমাদের ভাই-বোন তাহলে তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কোমল হবে। পোপ মহোদয় ইউক্রেন, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে পালিয়ে আসা দুঃখ-পীড়িত ব্যক্তিদেরকেও তাদের সদয় বিবেচনায় রাখতে বলেন। পোপ মহোদয় জানান, অভিবাসীরা তার চিন্তা ও প্রার্থনায় সর্বদাই থাকেন।

গত ২-৩ এপ্রিল পোপ ফ্রান্সিস মাল্টায় প্রৈরিতিক সফরে যান। ৮৫ বছরের পোপ ফ্রান্সিস সায়াটিকা রোগে ভুগছেন। স্নায়ুবিক এই রোগের কারণে তিনি পায়ের ব্যথায় আক্রান্ত হন। এবারের সফরেও ঠিক তাই ঘটেছে। তাই তিনি প্লেনে উঠতে ও নামতে লিফট ব্যবহার করেছেন। ভাতিকানের মুখপাত্র মাত্তিও ব্রুনি জানিয়েছেন, অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়াতে পোপ মহোদয় লিফট ব্যবহার করেছেন। মাল্টার রাজধানী ভ্যালেত্তায় অবতরণ করলে পোপ মহোদয়কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

২ দিনের এই সংক্ষিপ্ত সফরের কেন্দ্রে ছিল অভিবাসন ও যুদ্ধপীড়িত দেশসমূহের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সাথে পোপ মহোদয়ের একাত্মতা প্রকাশ। এই প্রৈরিতিক সফরের মূলসুর নির্ধারণ করা হয়: তারা আমাদের অসাধারণ উদারতা দেখিয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সাথে কথা বলার সময় অভিবাসীদের পক্ষে অবস্থান নেবার জন্য পোপ মহোদয় মাল্টাবাসীদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান। তিনি সকল প্রকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে, দেশগুলোকে অভিবাসীদের স্বাগত জানানোর ব্যাপারে কথা বলেন। মাল্টাতে পোপ মহোদয়ের শেষ প্রকাশ্য কথা ছিল : আমি শোকাহত। আমরা কখনই শিখি না। প্রভু আমাদের প্রতি, আমাদের সকলের প্রতি দয়া কর। কেননা আমরা প্রত্যেকেই অপরাধী॥

- সূত্র : news.va

"বিজ্ঞপ্তি"

তারিখঃ ০৭/০৪/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি খ্রীষ্ট ধর্মীয় গানের অডিও, ভিডিও ও সিডি প্রস্তুতকারক। "পবিত্র বাইবেল" অনুবাদ, মূদ্রণ ও বিতরণকারী একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে "পবিত্র বাইবেল" (চলিত বাংলা এবং সাধু ভাষার বাইবেল), ইঞ্জিল শরীফ, কিতাবুল মোকাদ্দশ ও এর অংশ বিশেষের অনুবাদকারী/মূদ্রণকারী হিসাবে কপি রাইট্স এর নিবন্ধনভুক্ত। এছাড়া বিবিএস খ্রিস্টীয় গানের সিডি (অডিও, ভিডিও) প্রস্তুতকারক হিসাবে সুপরিচিত।

আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেশ উদ্বিগ্নতার সাথে লক্ষ্য করছি যে, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি আমাদের অনুদিত/মূদ্রিত/প্রস্তুতকৃত "পবিত্র বাইবেল" চলিত বাংলা এবং সাধু ভাষার বাইবেল, বাইবেলের অংশ বিশেষ, ইঞ্জিল শরীফ, কিতাবুল মোকাদ্দশ এর অংশ বিশেষ, গানের সিডি নকল করে ব্যবসায়িক উদ্দেশে ব্যবহার করে চলছেন। এতে বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিত কপি রাইট নিয়ম ভঙ্গ করে যাচ্ছেন। আমরা সে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তিকে এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনয়ের সাথে সতর্ক করছি।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর কেউ কপি রাইট আইন ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবো।

এ বিষয় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

রেভাঃ লিটন ম্রং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি - ঢাকা।

বিজ্ঞ/৯৩/২২

সিএইচ-এনএফপি অফিসে আধ্যাত্মিক সেমিনার

মার্গ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ □ এইচআইভি ও এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সন্তানদের জন্য গত ২৬ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস সিএইচ-এনএফপি প্রকল্প অফিসে **"ভালোবাসা ও সেবার বীজ বুনি, শান্তিময় বিশ্ব গড়ি"** মূলভাবকে কেন্দ্র করে প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর হতে প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীগণ ঢাকার মিরপুরে সিএইচ-এনএফপি অফিসে যোগদান করেছেন। মার্গ্রেট জ্যোৎস্না গমেজের স্বাগত বক্তব্য এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক সেমিনার শুরু হয়। প্রধান অতিথি ও মূল বক্তা আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সেমিনারে আগত অংশগ্রহণকারীদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সহভাগিতা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যেন নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা না করি। আমরা যেন তাঁর ভালোবাসায় আস্থা রাখি এবং নিয়ত অন্যের সেবা করি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জন ভিয়ান্নী সেমিনারীর পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার আগস্টিন প্রলয় ডি' ক্রুশ এবং সেমিনারে সভাপতিত্ব করেছেন জেমস্ গোমেজ। শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ ও ফাদার অংশগ্রহণকারীদের জন্য পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত ও পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

এ সেমিনারে ১৬টি আক্রান্ত পরিবারের মোট ২৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। আক্রান্ত পরিবারের সন্তান যারা লেখাপড়া করছে এমন ৮ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের ম্যানেজার (হেলথ্), ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং দুপুরের খাবার গ্রহণ করার মাধ্যমে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সেমিনারটি সঞ্চালনা করেছেন মি. বেনেডিক্ট মুর্মু, জেপিও (হেলথ্) সিএইচ-এনএফপি॥

মারীয়া সেনা সংঘের তপস্যাকালীন নির্জন ধ্যান ও তীর্থযাত্রা - ২০২২

ম্যাগী ম্যাগডালিন দ্রং □ বিগত মার্চ ২৩, ২০২২ রোজ বুধবার খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী জলছত্র'র অধীনস্থ মারীয়া সেনা সংঘের ৯০ জন মায়েরা সাধু আন্দ্রে ব্রেসেট ধর্মপল্লী, দিগলাকোনাতে তপস্যাকালীন নির্জন-ধ্যান ও তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। উক্তদিনের যাত্রা শুরু হয় সকাল ৭টায় জলছত্র থেকে দিগলাকোনরার উদ্দেশে। গন্তব্য স্থলে পৌঁছালে সাধু আন্দ্রে ব্রেসেট ধর্মপল্লী'র পাল-পুরোহিত ফাদার ডমিনিক সরকার সিএসসি সবাইকে স্বাগতম জানান। টিফিন গ্রহণের পর তপস্যাকালে মণ্ডলীর শিক্ষা ও মণ্ডলীতে মা মারীয়ার অবস্থান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার ডমিনিক সরকার সিএসসি। তাছাড়াও তিনি সাধু আন্দ্রে ব্রেসেট ধর্মপল্লীর ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত স্বপ্ন নিয়ে কিছু কথা বলেন। সহভাগিতা শেষে মারীয়া সেনা সংঘের মায়েদের নেতৃত্বে সাধু আন্দ্রে বেসেট গির্জায় ক্রুশের পথ প্রার্থনা করা হয় ও ক্রুশের পথ চলাকালীন সময়ে পাপস্বীকার শ্রবণ করা হয়। দুপুর ০১:৩০ মিনিটে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি ও উপদেশ প্রদান করেন ফাদার ডমিনিক সরকার সিএসসি। দুপুরের আহারের পর স্থানীয় এলাকা পরিদর্শন করেন। অবশেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে দিগলাকোনা ত্যাগ করে সবাই। খ্রিস্ট দেহ ধর্মপল্লীর ভারপ্রাপ্ত পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল সরকার সিএসসি'র পৃষ্ঠপোষকতায়, সিস্টার মালা কুবি সিএসসি ও মিসেস মারীয়া চিরানের তত্ত্বাবধায়নে আয়োজিত হয় এ তীর্থ যাত্রা॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুল, রাজশাহীতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন □ বিগত ১২ মার্চ মুক্তিদাতা হাই স্কুল বাগানপাড়া, রাজশাহীতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে

অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় এবং পরে প্রধান অতিথি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। উক্ত দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, আসন গ্রহণ, মশাল প্রজ্জালন ও মাঠ প্রদক্ষিণ। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। সবশেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিগত ১৭ মার্চ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অথিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার উত্তম রোজারিও। উদ্বোধনী নৃত্য ও ব্যাজ প্রদানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বক্তব্য রাখেন ফাদার উত্তম রোজারিও তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য আমরা এই স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাই তার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিনয় দাস এবং ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন ও শিশু দিবস যথাযথ পালনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের নিয়ে কেক কাটা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী। পুরস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

রাজশাহীর পুঠিয়ায় কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ □ "ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা"– এ মূলসুর ঘিরে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের উপজেলা পর্যায়ের সুবর্ণজয়ন্তী (পুঠিয়া ও দূর্গাপুর উপজেলার সুবর্ণজয়ন্তী) ধোপাপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিএম হিরা বাচ্চু, উপজেলা চেয়ারম্যান, পুঠিয়া উপজেলা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মৌসুমী রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ, মিডিয়া প্রতিনিধিসহ ছয় শতাধিক মানুষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কার্তিক মিঞ্জ, রিজিওনাল ম্যানেজার (সিএমএফপি), কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব জিএম হিরা বাচ্চু বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি কারিতাস বাংলাদেশও অত্র অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে যা এখনো দৃশ্যমান হয়ে আছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- কারিতাস বাংলাদেশ-এর অর্জন সহভাগিতা, সফল যুব উদ্যোক্তার গল্প সহভাগিতা, গল্প ও ছড়া লেখা, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট বিতরণ, অতিথিদের উত্তরীয় ও জুবিলী সম্মাননা প্রদানসহ ক্রেস্ট প্রদান এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি॥

নাগরী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল সেমিনার - ২০২২

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ □ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের উদ্যোগে "জীবন গড়ার প্রথম ধাপ শিশুরা ধরবে যিশুর হাত"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ৩০ মার্চ রোজ বুধবার নাগরী ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল সিস্টার লাইলী আরএনডিএম - এর পরিচালনায় ক্ষুদ্র প্রার্থনানুষ্ঠান এবং পালপুরোহিত ফাদার জয়ন্ত গমেজ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য ও শিশুদের বরণ নৃত্য। এরপর ফাদার প্রলয় ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে সিনডাল চার্চ বা সহযাত্রী মণ্ডলীর সাথে পবিত্র শিশু মঙ্গলের সহযাত্রা বিষয়ে সহভাগিতা করেন। এরপর সিস্টার মেরী তৃষিতার পরিচালনায় শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরে এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুরা ক্রুশের পথ করে। সেমিনারের শেষ পর্যায়ে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির সেক্রেটারী সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। টিফিনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য সেমিনারে মোট ১১৬ জন শিশু ও এনিমেটর, ৩ জন সিস্টার এবং ৩ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী মিরপুরে যুব সেমিনার

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও □ গত ২৬ মার্চ, শনিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, প্রেরিতগণের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, মিরপুর ধর্মপল্লীর উদ্যোগে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের সহায়তায় সিনডাল চার্চের উপর অর্ধদিবস ব্যাপী যুব সেমিনার হয়। সেমিনারের মূলবিষয় ছিল, "সিনডাল মণ্ডলী গঠনে গণমাধ্যম ও যুবসমাজ"। এই সেমিনারে ধর্মপল্লীর স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরিচালক ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ও সিস্টার রাখি ওএসএল এর পরিচালনায় ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে সেমিনার শুরু হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত থিওটোনিয়াস রিবেরু সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পরে ফাদার বুলবুল রিবেরু সেমিনারের মূলভাবের আলোকে সহভাগিতা করেন। ফাদার তার সহভাগিতায় মণ্ডলী ও সিনডাল মণ্ডলী কি, এবং সিনডাল মণ্ডলী গঠনে গণমাধ্যম ও যুবসমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। সহভাগিতা শেষ হলে অংশগ্রহণকারীরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে সিনডাল চার্চের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মাঝে আলোচনা করেন প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে সবার সাথে সহভাগিতা করেন। পরে ফাদার বুলবুল রিবেরু উপস্থিত সকলের উদ্দেশে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পরিশেষে দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

বকুল রোজারিও □ গত ০৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ও মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় "আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ২০২২"। দিনের শুরুতে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে নারী দিবসের কর্মসূচী আরম্ভ হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার তিয়াস এ গমেজ সিএসসি এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে ছিলেন ডিকন রুবেন গমেজ সিএসসি। পরে দুই চেয়ারম্যান শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভ উদ্ধোধন ঘোষণা করেন। এরপর বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়। নারী দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে আসন গ্রহণ করেন গেস্ট অফ অনার: জনাব মির্জা ফারজানা শারমিন, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয় লিঃ এর চেয়ারম্যান রঞ্জন রবার্ট পেরেরা, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর চেয়ারম্যান সুরেন রিচার্ড গমেজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিসেস মিতালী গ্লোরিয়া রোজারিও, আহ্বায়ক, নারী উপ-কমিটি অনুষ্ঠানে উদ্ধোধনী নৃত্য, একক নৃত্য, গান এবং নারীদের নিয়ে গেম শো অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

ভাদুন ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র হারবাইদে শিক্ষকদের সিনডীয় মণ্ডলী বিষয়ক অর্ধবেলা সেমিনার

মেজর সেমিনারীয়ান তন্ময় কস্তা □ গত ৫ মার্চ, রোজ শনিবার ভাদুন ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র হারবাইদে মাতৃধর্মপল্লী মাউসাইদ, পাগাড় ও ভাদুন এই তিন ধর্মপল্লীর অধীনে কাথলিক শিক্ষকদের নিয়ে সিনডীয় মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব সম্পর্কে অর্ধবেলা একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯:১০ মিনিটে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সেমিনারটি আরম্ভ হয়। তারপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন উত্তম মেষপালক ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন এম কুইয়া। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানান এবং ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা ও ফাদার সেন্টু রোজারিকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ দেন। এই সেমিনারের মূলভাব হিসেবে নেয়া হয়: "একটি মিলনধর্মী মণ্ডলী : মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব" সম্পর্কে শিক্ষকদের জীবন বাস্তবতা, আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান সময়ে স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি খ্রিস্টীয় বিশ্বাস এবং মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষকগণ কিভাবে মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়-মনে মিলন, একতা, সংহতিতে বসবাসের ভাব, মনোভাব এবং স্বভাব গঠনে জোরালো ভূমিকা এবং অবদান রাখতে পারেন সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে সকলের নিকট তুলে ধরেন। উপস্থাপনার পর মুক্তালোচনা করা হয় এবং এতে সকলেই বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ডমিনিক সেন্টু রোজারিও এবং উপদেশ দেন ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। তিনি সকল শিক্ষককে তাদের সুন্দর শিক্ষা-সেবাকাজের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। পরিশেষে সকলের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন হারবাইদবাসীগণ এবং সকলের পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাবা,
বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২২তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম : ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
২২ বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/১১/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৪
Regd. No. DA-33
❖ 10 - 16 April, 2022, ২৭ চৈত্র, ১৪২৮ - ৩ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

ঐশধামে যাত্রার সপ্তম বার্ষিকী

প্রয়াত মার্গারেট পেরেরা

জন্ম: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়;
বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে।

দেখতে দেখতে সাতটি বৎসর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তুমি যেদিন চলে গেলে সেদিন ছিল রবিবার, ঐশ করুণার পার্বণ দিন। তুমি সরল বিশ্বাসী ছিলে বিধায় ঈশ্বর এমনি একটা বিশিষ্ট পার্বণ দিনে তোমাকে তার কাছে তুলে নিলেন। তবে একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। গ্রামবাসীরাও তোমাকে ভুলতে পারেনি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তুমি পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

তোমার মৃত্যুর মাত্র ১০ মাস ২০ দিন পর তোমার বড় ছেলে (খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ) পরপারে চলে যায়। আর তাই তোমার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী ও তোমার বড় ছেলের চল্লিশা একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময় ব্যবধানে তোমাদেরকে হারিয়ে আমরা বড় নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে মার্গারেট পেরেরা খুবই সহজ-সরল-বিনয়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও অতিথিপরায়ন ছিলেন যা এখনও আমরা সদা অনুভব করি। তিনি সেনা সংঘের একজন সদস্যা ছিলেন। নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও প্রতিদিন একাধিকবার রোজারিমালা প্রার্থনা করতেন। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ খবরাদি নেয়া ও তাদের পরিদর্শন তার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। যদিও নিজে তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখেও যেতে পেরেছেন।

স্বর্গধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে আমরা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই আদরের

মেয়ে-মেয়ে জামাই: লিলি-মন্টু

ছেলে-ছেলে বৌ: প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা

নাতি-নাতনি: শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন, অনিক, অমিত, অর্ণব

পুতি-পুতিন: সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দূরন্ত, দুর্জয় , আরিয়া

বিজ্ঞ/৮৬/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org